

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.১৬.০১০.২০.৭২

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪২৭

০৮ অক্টোবর ২০২০

বিষয়: ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) ও ঢাকাসহ দেশের ০৬টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার বিরুদ্ধে গ্রাহকদের নিকট হতে অবৈধভাবে বেশি বিদ্যুৎ বিল নেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে ডেসকোর প্রতিবেদন।

সূত্র: ১. বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৮৮.৯৯.০৪৪.১৯.৩৩৮; তারিখ-০৫/১০/২০২০ইং।

২. দুর্নীতি দমন কমিশনের স্মারক নং-০০.০১.০০০০.০৩৩.২৬.২৬৮.২০-১৯৬৯৮; তারিখ-২০/০৯/২০২০ইং।

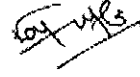
উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) লিঃ, ঢাকাসহ দেশের ০৬টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার(বিপিডিবি, বাপবিবো, ডিপিডিসি লিঃ, ডেসকো লিঃ, নেসকো লিঃ এবং ওজোপাডিকো লিঃ) বিরুদ্ধে উক্ত কোম্পানীসমূহের প্রথাগত লোকসান (সিস্টেম লস) কমিয়ে দেখানো ও বাড়তি রাজস্ব দেখিয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে পারফরম্যান্স বোনাস দেওয়ার নিমিত্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন(বিইআরসি) এর অনুমোদন প্রাপ্ত নিকট হতে অবৈধভাবে বেশি বিদ্যুৎ বিল নেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে ডেসকো পূর্বেই তদন্ত করেছিল। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত বিদ্যুৎ বিলের বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগ ও গ্রাহক হয়রানি সংক্রান্ত সংবাদ বিষয়ে ডেসকো কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি প্রতিবেদন গত ১৩.০৮.২০২০ ইং তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল।

এখন সূত্রস্থ স্মারকসমূহের প্রেক্ষিতে ডেসকো সংশ্লিষ্ট অভিযোগ ও এ বিষয়ে ডেসকো'র জবাব নিয়ে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগের বিবরণ ও ডেসকো'র জবাব
১.	<p><b>অভিযোগের বিবরণঃ</b>(দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ১০ আগস্ট'২০২০ ইং তারিখে প্রকাশিত)</p> <p>এদিকে বাড়তি বিলের বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। খোদ বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদসহ বিদ্যুৎ বিভাগের বড় বড় কর্মকর্তার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও বিদ্যুতের 'ভুতুড়ে বিল' পাঠানো হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিষ্ঠান পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন, বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের চারজন কর্মকর্তাসহ সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বাসাবাড়িতেও ভুতুড়ে বিল দেওয়া হয়।</p> <p><b>ডেসকো'র জবাবঃ</b></p> <p>১) ডেসকোতে মিটার রিডিং সাইকেল অনুযায়ী নিয়মিত মিটার রিডিং গ্রহণপূর্বক বিল ইস্যু করা হয়ে থাকে এবং একই সাথে গ্রাহকের বাসায় সংরক্ষিত মিটার রিডিং কার্ডে রিডিং লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। শুধুমাত্র কোভিড-১৯ এর কারণে ২৫ মার্চ ২০২০ হতে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করায় মার্চ ২০২০ মাসের বিলের সাথে ২০% যোগ করে এপ্রিল'২০২০ মাসের বিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। পুনরায় মে'২০২০ মাস হতে যথারীতি মিটার রিডিং গ্রহণপূর্বক বিল করা শুরু হয়। এসি ব্যবহারকারী গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে মার্চ'২০২০ বিলের সাথে ২০% যোগ করে ইস্যুকৃত estimated বিল প্রকৃত ব্যবহারের থেকে কম হয়। অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমনঃ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা, বাসায় ভাড়াটিয়া না থাকা, গ্রামের বাড়ীতে যোগে লকডাউন জগিত কারণে ফিরতে না পারায় বাসা ফাঁকা থাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাসা-বাড়ীতে ইস্যুকৃত বিল বেশী হয়। এপ্রিল'২০২০ মাসের বিল কম/বেশী হওয়ার ফলে মে'২০২০ মাসের বিলের উপরে এর প্রভাব পড়ে, ফলে মে'২০২০ মাসের বিল বেশী/কম হয়।</p> <p>২) ডেসকো এরিয়ায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের মালিকানাধীন 'হামিদ রিয়েল এস্টেট কন্সট্রাকশন লিঃ' নামে একটি বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে। উক্ত ভবনে ২৫ টি মিটার/হিসাব বিদ্যমান যার মধ্যে ০৭টি মিটার/হিসাব মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। অনুচ্ছেদ-১ উল্লিখিত কারণ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এপ্রিল'২০২০ মাসে ০৭টি হিসাবের বিপরীতে estimated বিল ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে মে'২০২০ মাসে প্রকৃত মিটার রিডিং সংগ্রহ করে দেখা যায় এপ্রিল'২০২০ মাসে বেশি মিটার রিডিং এ বিল ইস্যু করা হয়েছে। বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে সাথে স্থাপনা পরিদর্শন করা হয় এবং পরিদর্শনকালে জানা যায় প্রতিষ্ঠানসমূহ COVID-19 লক-ডাউনের সময় বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে মে'২০২০ মাসের প্রকৃত মিটার রিডিং এর ভিত্তিতে এপ্রিল'২০২০ ও মে'২০২০ মাসের সংশোধিত বিল ইস্যু করা হয় এবং ইতোমধ্যেই উক্ত সংশোধিত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।</p> <p>৩) পাওয়ার সেলের মহোদয় মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ হোসেনের সাথে ডেসকো'র নির্বাহী পরিচালক(অপারেশন) কর্তৃক টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বাসাবাড়ীতে অতিরিক্ত বিলের বিষয়ে তাঁর কোন অভিযোগ নেই এবং এ বিষয়ে তিনি কোন অভিযোগও করেন নি।</p>

২.	<p><b>অভিযোগের বিবরণঃ</b> (দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ১০ আগস্ট ২০২০ ইং তারিখে প্রকাশিত)</p> <p>ডিপিভিসি ও ডেসকোর চার কর্মকর্তা <i>প্রথম আলো</i>কে বলেছেন, প্রতি বছরই বিদ্যুতের বাড়তি বিল করে তা গ্রাহকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। এগুলো হলো সিস্টেম লস কমিয়ে দেখানো। কোম্পানিগুলো যে সিস্টেম লস দেখায়, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে সিস্টেম লস বেশি। তা ছাড়া যে কোম্পানি যত বেশি বিদ্যুতের বিক্রি (সেলস) বেশি দেখাবে, সে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তত বেশি বোনাস পাবেন। অর্থাৎ বছরের (১ জুলাই থেকে ৩০ জুন) শেষ চার-পাঁচ মাসে সাধারণত গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল বেশি করা হয়। এবার ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল—এই তিন মাসে মাত্রাতিরিক্ত ভুতুড়ে বিল করায় বিষয়টি সামনে এসেছে।</p> <p>এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এম শামসুল আলম বলেন, এ অভিযোগ অনেক দিনের। বিতরণ সংস্থাপুলোর আয়-ব্যয়ের প্রকৃত তথ্য চাইলেও তারা দেয় না। তাদের সিস্টেম লস কম দেখানোর জন্য এবং বাড়তি বোনাস পেতে তারা গ্রাহকের ওপর অতিরিক্ত বিল চাপায়, এবার সেটিই প্রমাণিত হয়ে গেল।</p> <p><b>ডেসকোর জবাবঃ</b></p> <p>বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডেসকোর সিস্টেম লস টার্গেট ছিল ৭.১০%। মার্চ ২০ মাসে COVID-19 লকডাউনের কারণে মার্চ ২০২০ থেকে মে ২০ পর্যন্ত আবাসিক গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার বেশি হলেও শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ ব্যবহার কম হওয়ার কারণে বিগত বছরের তুলনায় ডেসকোর বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৫০% কমে যায়। যার ফলে টেকনিক্যাল লস কম হয়, স্বাভাবিকই গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সিস্টেম লস কমে ৬.৩১%-এ দাঁড়ায়। এছাড়া ডেসকো কালেকশন রেশিও বরাবরই প্রায় শতভাগ। তাই পত্রিকায় প্রকাশিত সিস্টেম লস কম দেখানোর জন্য গ্রাহকদের বাড়তি বিল করা হয় এরূপ অভিযোগ সঠিক নয়। এছাড়াও দৈনিক প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার জনাব আরিফুজ্জামানের সাথে এ বিষয়ে টেলিফোনে জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওয়েস্ট জোন-১) কর্তৃক যোগাযোগ করে ডেসকোর চার কর্মকর্তার নাম জানতে চাওয়া হলে তিনি নাম প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান। ভুতুড়ে বিলের ব্যাপারে ডেসকোর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন অভিযোগ নেই মর্মে জানান।</p>
----	--

উল্লিখিত বিষয়ে দফাওয়ারী জবাব সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।



৮-১০-২০২০

মোঃ কাওসার আমীর আলী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অতিরিক্ত সচিব

বিমি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উইং

বিদ্যুৎ বিভাগ

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব, কোম্পানি এ্যাক্ফয়ার্স শাখা-১, বিদ্যুৎ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.১৬.০১০.২০.৭২/১(৩)

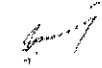
তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪২৭

০৮ অক্টোবর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)

২) স্টাফ অফিসার, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)



৮-১০-২০২০

নূর মহম্মদ

নির্বাহী পরিচালক



ক্রমক্রম

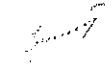
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.১৬.০০৯.২০.৭০/১(৪)

তারিখ: ২১ অগস্ট ২০২০  
০৬ অক্টোবর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
- ২) প্রধান প্রকৌশল, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৩) স্টাফ অফিসার, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)

  
৬-১০-২০২০  
মুর মাহমুদ  
নির্বাহী পরিচালক

DESCO ICT DIVISION  
Received No... 456  
Date... 27.09.2020

SDB (Manning)  
H. J. Islam  
27/9/2020

DESCO  
R/F No. 5519  
Date 23/9/20

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন  
টিসিবি ভবন ( ৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫  
ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০১৩৫১৮, www.berc.org.bd

27/9/2020

GM (F&A)	GE (ICT)
DGM (F)	DGM (A)

স্মারক নং-২৮.০১.০০০০.০১২.১০.০০২.২০-২৬৮১

তারিখঃ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০।

বিষয়ঃ বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে প্রণয়নকৃত, দাবিকৃত ও আদায়কৃত অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী সমন্বয় সংক্রান্ত আদেশ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বিইআরসি আদেশ # ২০২০/১২, তারিখঃ ১৬ জুলাই ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে উল্লিখিত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে প্রণয়নকৃত, দাবিকৃত ও আদায়কৃত অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী সমন্বয় সম্পর্কে ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে বিইআরসি আদেশ # ২০২০/১২ জারি করা হয়। কমিশন কর্তৃক জারিকৃত বর্ণিত আদেশের অনুচ্ছেদ ২ এ নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ দেয়া হয়-

- ২.১ যে সকল গ্রাহকের নিকট বিল মাস মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ এ মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রদত্ত করে বিল দাবি ও আদায় করা হয়েছে সে সকল গ্রাহককে চিহ্নিত করে তাদের প্রত্যেকের নিকট দাবিকৃত বা আদায়কৃত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল অবিলম্বে পরবর্তী মাসসমূহের বিদ্যুৎ বিলের সাথে সমন্বয় করতে হবে।
- ২.২ বিল মাস মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ এ মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে বিল প্রণয়নের কারণে যে সকল আবাসিক গ্রাহকের (এলাটি-এ) ক্ষেত্রে যথাযথ স্ল্যাবের পরিবর্তে উচ্চতর স্ল্যাবে বিল দাবী বা আদায় করা হয়েছে সে সকল গ্রাহকের যথাযথ স্ল্যাবে বিল প্রণয়ন ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।
- ২.৩ গ্রাহকের স্বার্থে সকল গ্রাহকশ্রেণির প্রতিটি গ্রাহককে প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী মাসভিত্তিক বিল প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। কোনো গ্রাহকের ক্ষেত্রেই একাধিক মাসের মিটার রিডিং/বিদ্যুৎ ব্যবহার একত্রিত করে বিল প্রদান করা যাবে না।
- ২.৪ কমিশনের মূল্যহার আদেশ উপেক্ষা করে মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রণয়ন, দাবি ও আদায়ের সাথে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানির জড়িতদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জুলাই ২০২০ মাসের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

০২। কমিশন কর্তৃক জারিকৃত বর্ণিত আদেশে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে ডেসকো কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশন অবহিত নয়।

০৩। এমতাবস্থায়, ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০২০/১২ এ বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে ডেসকো কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনকে অবহিতকরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর (ডেসকো)	
নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব)	
নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন)	
নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন)	
নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন)	
নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন)	
প্রধান প্রকৌশলী	
স্বাক্ষর	
নম্বরঃ 3015	
তারিখঃ 23/9/2020	
বোর্ড অফিসার জমির আলী	
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	

27.9.20  
মোঃ রফিকুল ইসলাম  
সচিব, বিইআরসি  
ফোনঃ ০২-৫৫০১৪০০৭  
ই-মেইলঃ secy@berc.org.bd

চলমান পাতা-০২

২.১ ডেসকো মে' ২০২০ ও জুন' ২০২০ মাসের প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী বিল করা হয়েছিলো। বিইআরসি থেকে আদেশ প্রদানের পূর্ব থেকেই ডেসকো প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী সংশোধন করে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল সমন্বয় করা শুরু করে। অদ্যাবধি ১,০২,৯৮৫ টি বিল সমন্বয় করে গ্রাহক প্রাপ্তে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২৪,৫৯২ টি বিল অপরিশোধিত ছিলো এবং ৭৮,৩৯৩ টি বিল গ্রাহক পরিশোধ করেছিলেন, ডেসকো স্ব-প্রনোদিত হয়ে পরিশোধিত বিল গুলি সমন্বয় করেছে।

২.২ আবাসিক গ্রাহকের (এলটি-এ) ক্ষেত্রে যথাযথ স্ল্যাবের পরিবর্তে উচ্চতর স্ল্যাবে দাবীকৃত বা আদায়কৃত বিল সংশোধনকরত সমন্বয় করা হয়েছে। কোনও গ্রাহকের আবেদনের সাথে সাথে উচ্চতর স্ল্যাবে আদায়কৃত বিল সমন্বয় করা হচ্ছে।

২.৩ গ্রাহকের স্বার্থে সকল গ্রাহকশ্রেণির প্রতিটি গ্রাহককে প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী মাসভিত্তিক বিল প্রদান করা হয়।

Dhaka Electric Supply Company Limited (DESCO)

Bill Correction Information

DIVISION	TO BE CORRECTION PAID	BILL CORRECTION	UNPAID BILL CORRECTION	TOTAL CORRECTION	CORRECTION (%)
Baridhara	6,425	2,485	1,248	3,733	58.10%
Gulshan	4,144	2,776	195	2,971	71.69%
Joarshahara	9,739	4,998	889	5,887	60.45%
Rupnagar	8,437	4,311	1,145	5,456	64.67%
Monipur	18,103	15,752	430	16,182	89.39%
Kafrui	6,549	3,296	2,293	5,589	85.34%
Agargaon	5,281	3,248	612	3,860	73.09%
Paltabi	20,043	18,817	38	18,855	94.07%
Uttara West	7,477	2,520	840	3,360	44.94%
Tongi East	14,066	4,676	4,756	9,431	67.05%
Tongi West	11,692	2,050	7,108	9,158	78.33%
Dakshinkhan	9,301	2,410	753	3,163	34.01%
Uttara East	4,645	2,380	516	2,896	62.35%
Uttarkhan	8,723	1,094	911	2,005	22.99%
Badda	7,327	2,972	1,451	4,423	60.37%
Shahali	9,960	4,609	1,407	6,016	60.40%
TOTAL	151,912	78,393	24,592	102,985	67.79%

22/11/10, 10:00

Handwritten notes and a signature in a circle.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বিদ্যুৎ বিভাগ  
সম্বয়-২ অধিশাখা  
ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
www.powerdivision.gov.bd



স্মারক নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০০২.২০.২৪২

তারিখ: ৭ শ্রাবণ ১৪২৭

২২ জুলাই ২০২০

বিষয়: বিদ্যুৎ বিলের অসামঞ্জস্যতা এবং বিভিন্ন অভিযোগ নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নকরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: ২৭.০০.০০০০.০৪১.৩১.০০১.১৯-০৮, তারিখঃ ০৯/০৭/২০২০ খ্রি. বিদ্যুৎ বিভাগ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ বিলের অসামঞ্জস্যতা এবং বিভিন্ন অভিযোগ নিরসনের লক্ষ্যে গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ ও সংস্থা/কোম্পানিসমূহের প্রধানদের সম্বন্ধে গঠিত তদারকি কমিটির প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হয়েছেঃ

- বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানিসমূহ গ্রাহকদের অসংগতিপূর্ণ বিদ্যুৎ বিল প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিত করে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কোনক্রমেই যেন নিরপরাধ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হন;
- সংস্থা/কোম্পানির আইসিটি দপ্তরকে আরো দক্ষ ও কর্মক্ষম করতে হবে। সফটওয়্যার বেইজ বিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে একটি সর্বোচ্চ সিলিং বা মার্কেট ব্রেকার থাকা প্রয়োজন যাতে উক্ত সিলিংয়ের অতিরিক্ত বিল ইস্যুর পূর্বে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়;
- গ্রাহকগণের অভিযোগের বাহিরেও অসংগতিপূর্ণ/অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলসমূহ চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে সেগুলোর সমাধান করা যেতে পারে;
- তবম্যতে সঠিকভাবে মিটার রিডিং গ্রহণ করে বিল প্রস্তুত করা নিশ্চিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে দৈনন্দিনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বিদ্যুৎ বিল পরীক্ষা করা যেতে পারে;
- মিটার রিডারদের বিকল্প হিসেবে "আমার বিল আমি দেব" কর্মসূচির আওতায় (পরিশিষ্ট-৩) গ্রাহকগণ নিজের মিটার নিজে দেখে প্রকৃত রিডিংয়ের ম্যাপস্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করতে পারে। এ পদ্ধতিতে বিলিংয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান গ্র্যাপসসমূহ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে;
- অতিরিক্ত বিল তথা ভুলে বিলের অপবাদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে মিটার রিডিং আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে;
- দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের অংশ হিসেবে যতদূর সম্ভব সকল গ্রাহকের জন্য Smart Pre-paid মিটার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;
- ডিপিডিসি'র ব্যবহৃত Exception Check সিস্টেম অন্যান্য সংস্থাগুলো replicate করতে পারে।

০২। বর্ণিতব্যস্থায়, উল্লিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৩-৭-২০২০

আইরিন পারভীন

উপসচিব

ফোন: ০২-৪৭১২০৩০৮

ইমেইল: coord-2@pd.gov.bd

বিতরণ:

- ১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
- ২) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
- ৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজেপাডিকো)
- ৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)
- ৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো)

স্মারক নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০০২.২০.২৪২/১(৪)

তারিখ: ৭ শ্রাবণ ১৪২৭

২২ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- ২) সচিব এর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৩) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।





অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল সম্পর্কিত গ্রাহকদের অভিযোগ বিষয়ে গঠিত  
টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন

তারিখ: ০৯ জুলাই, ২০২০ইং  
বিদ্যুৎ বিভাগ  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

## অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল সম্পর্কিত গ্রাহকদের অভিযোগ বিষয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন।

গত ২৫/০৬/২০২০ইং তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাসিক এডিপি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা অগ্রগতি সভায় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল সম্পর্কিত গ্রাহকদের অভিযোগের বিষয়ে আলোচনাপূর্বক এ বিষয়ে গ্রাহক হয়রানি প্রতিরোধে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে বিদ্যুৎ বিভাগের দুই জন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে সংস্থা/কোম্পানী প্রধানদের সমন্বয়ে নিম্নেবর্ণিত ভাবে দুইটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয় (পরিশিষ্ট-১)।

টাস্কফোর্স কর্মকর্তা	সংস্থা/কোম্পানীর নাম	সহায়তাকারী কর্মকর্তা
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ	ডিপিডিসি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি
	ডেসকো	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ	বিউবো/পবিবো	চেয়ারম্যান, বিউবো/পবিবো
	ওজোপাডিকো/নেসকো	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো/নেসকো

উভয় কমিটিকে মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল এবং যুগ্ম সচিব (সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা), বিদ্যুৎ বিভাগ প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করবেন।

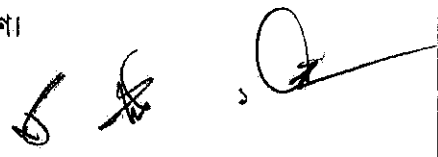
### টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি:

- গ্রাহকগণ হতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল সম্পর্কিত অভিযোগসমূহ খতিয়ে দেখা এবং সে মোতাবেক অসামঞ্জস্যতাসমূহ নিরসন কল্পে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

### ২.০১ কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

কমিটি কর্তৃক বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগ সমূহ বিশ্লেষণপূর্বক অসামঞ্জস্যতা দূর নিরসনের লক্ষ্যে মতামতসহ সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত নিম্নেবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

- ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি হতে অতিরিক্ত/ভুতুড়ে বিলের অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ;
- অভিযোগের বাইরে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত অতিরিক্ত বিলের তথ্য সংগ্রহ;
- অতিরিক্ত/ভুতুড়ে বিল সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ;
- অতিরিক্ত/ভুতুড়ে বিল সংশোধন ও গ্রাহক হয়রানি রোধে সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ;
- দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৬টি সংস্থা/কোম্পানির মোট ৩৬৪ জন অভিযোগকারী ও সাধারণ গ্রাহকদের সাথে টেলিফোনে সরাসরি কথা বলে তাদের ফিডব্যাক গ্রহণ;
- বিভিন্ন পত্রিকা, টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকাশিত তথ্য ও প্রতিবেদন সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;
- বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিকট হতে তথ্য গ্রহণ;
- সংস্থা/কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/আইসিটি কর্মকর্তা এবং বিলিং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
- সংস্থা/কোম্পানি প্রধানদের মতামত গ্রহণ;
- সঠিকভাবে মিটার রিডিং গ্রহণ ও বিল প্রস্তুত বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ।



### ৩.০১ পটভূমি:

৩.১। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। মার্চ, ২০২০ মাসে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ রোগী সনাক্ত হওয়ায় সরকার করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে প্রথমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে এবং ২৬ মার্চ ২০২০ থেকে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ব্যতীত সকল প্রকার গণপরিবহন, পর্যটন, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়। করোনাকালীন দেশের সকল স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালত, শিল্প-কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এসকল গ্রাহকদের বিদ্যুৎ চাহিদা হ্রাস পেলেও এ সময়ে বেশীর ভাগ মানুষ ঘরে থাকায় আবাসিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ চাহিদা ক্ষেত্র বিশেষে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.২। অত্যাবশ্যকীয় সেবা হিসাবে বিদ্যুতের গুরুত্ব অপরিমিত। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা চলমান রাখতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে বিদ্যুৎ কর্মীগণ নিরলসভাবে এখনো কাজ করে যাচ্ছে। দেশব্যাপি করোনা মহামারীসহ ঘূর্ণিঝড় আক্ষান এর সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে এই দুর্ঘটনা কালীন সময়েও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

৩.৩। করোনাকালীন সময়ে এলাকা ভিত্তিক লক-ডাউন কার্যকর করায় এবং মানুষের চলাচলে বিধি নিষেধ থাকায় গ্রাহকদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সরকার আবাসিক গ্রাহকদের ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল ও মে ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল সারচার্জ ছাড়া পরিশোধের সুযোগ প্রদান করে। এ সময়ে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বিদ্যুৎ কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে এপ্রিল ও মে ২০২০ মাসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিটার রিডিং গ্রহণের পরিবর্তে বিগত বছরের একই সময়ে অথবা বিগত ৩ মাসের গড় বিলের উপর ভিত্তি করে গড় বিল ইস্যু করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। তাছাড়াও বিদ্যুৎ বিলের বকেয়ার কারণে যাতে কোন গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয় সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে পি-পেইড গ্রাহকদের ফ্রেন্ডলি আওয়ার উন্মুক্ত করে দেয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয় যাতে ব্যালেন্স না থাকলেও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়। ফলে ৩১ মে, ২০২০ পরবর্তী সময়ে বিতরণ সংস্থাসমূহ কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল আদায়ের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়:

- কয়েক মাসের ইউনিট একত্র করে একসঙ্গে অধিক ইউনিটের বিল না করে মাসভিত্তিক পৃথক পৃথক বিদ্যুৎ বিল তৈরি করা যেন উচ্চ ট্যারিফ চার্জ না করা হয়;
- ত্রুটিপূর্ণ বা অতিরিক্ত বিল দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করা;
- মে, ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল (যা জুন মাসে তৈরি হচ্ছে) মিটার দেখে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা;
- ৩০ জুন ২০২০ এর মধ্যে মার্চ-মে মাসের বিদ্যুৎ বিল সারচার্জ ছাড়া পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা;
- মোবাইল, বিকাশ, জি-পে, রবিক্যাশ, অনলাইনে ঘরে বসে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি;

## ৪.০১ পর্যালোচনা:

৪.১১ গ্রাহক কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রাহকদের অভিযোগ বা ত্রুটিপূর্ণ বিল সংশোধন ও গ্রাহক হয়রানি রোধে বিতরণ সংস্থাগুলো বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নে দেওয়া হল:

- ক) বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির পক্ষ থেকে মাইকিং, লিফলেট, মসজিদের ইমামগণের খুতবায় প্রচার, স্ক্রলবারে প্রদর্শন ও ডিশ চ্যানেলে প্রচারের মাধ্যমে গ্রাহকগণের অতিরিক্ত বিল সমন্বয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে;
- খ) কোন কোন সংস্থা কর্তৃক অতিরিক্ত বিল প্রণয়নের সাথে জড়িতদের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- গ) কোন কোন সংস্থা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কাজ নিয়মিত তদারকি করার জন্য সদর দপ্তরে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে ;
- ঘ) করোনাকালীন সময়ে প্রভুতকৃত গড় বিল সমন্বয় করার জন্য পবিবো কর্তৃক সমিতিতে মোট ৫০০টি “বিদ্যুৎ বিল সমন্বয় সেল” গঠন করা হয়েছে;
- ঙ) বিভিন্ন সংবাদ মিডিয়ার মাধ্যমে ভুলের জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে এবং অসংগতিপূর্ণ বিদ্যুৎ বিল সঠিক মিটার রিডিং এর মাধ্যমে সংশোধন করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে।
- চ) বিদ্যুৎ বিল সমন্বয়ের জন্য মে-২০ মাসের বিল মিটার রিডিং গ্রহণপূর্বক প্রভুত করা হয়েছে।
- ছ) বিদ্যুৎ বিল সমন্বয়, গ্রাহকসেবা, অভিযোগ দাখিল, প্ৰিপেইড মিটার রিচার্জ এবং অনলাইনে ঘরে বসে বিদ্যুৎ বিল প্রদান সহ সচেতনতামূলক এসএমএস গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- জ) অভিযোগকারী গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করে তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং তাদের বিলের সমন্বয় পদ্ধতিও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।
- ঝ) সকল বিতরণ সংস্থার কল সেন্টারের হট লাইন নম্বরের মাধ্যমে গ্রাহকের অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং তার সমাধানও করা হচ্ছে।
- ঞ) বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং ফেসবুকে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক পোস্টার, বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশনা, ভিডিও প্রচার করা হচ্ছে এবং WhatsApp, Zoom ও Facebook এর মাধ্যমে অনলাইনে সরাসরি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

৪.২১ টাস্কফোর্স কর্তৃক ৬টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি হতে গ্রাহক অভিযোগ ও অতিরিক্ত বিল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মার্চ-মে ২০২০ পর্যন্ত তিন মাসে

মোট ৬১২৬৫ জন গ্রাহক অতিরিক্ত বিল/ত্রুটিযুক্ত বিল বিষয়ে অভিযোগ উপস্থাপন করে যা মোট গ্রাহকের ০.০১৬ শতাংশ। নিম্নে সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক অভিযোগের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হল:

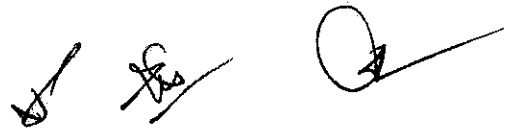
সংস্থা/কোম্পানির নাম	প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা	সমন্বয়কৃত বিল সংখ্যা	মোট অতিরিক্ত বিল (লক্ষ টাকা)	সমন্বয়কৃত বিল (লক্ষ টাকা)	মোট আদায়কৃত বিল (%)
বিউবো	২৫৮২	২৫৮২	২৭.২০	২৭.২০	১০০.০০%
পবিবো	৩৪৬৮১	৩৪৬৮১	৬৫০.০০	৬৫০.০০	১০০.০০%
ডিপিডিসি	১৫২৬৬	১৫২৬৬	২০০০.২১	২০০০.২১	১০০.০০%
ডেসকো	৫৬৫৭	৫৬৫৭	৪৪.২১	৪৪.২১	৬২.০০%
ওজোপাডিকো	৫৫৫	৫৫৫	৪৭.০৯	৪৭.০৯	৭১.০৮%
নেসকো	২৫২৪	২৫২৪	১৮৩.২৮	১৮৩.২৮	১০০.০০%
মোট	৬১২৬৫	৬১২৬৫	২৯৫২.০০	২৯৫২.০০	

উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এযাবৎ মোট ৬১,২৬৫ টি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ প্রায় শতভাগ সমন্বয় করা হয়েছে বলে বিতরণ সংস্থাসমূহ জানিয়েছে।

৪.৩। বিতরণ সংস্থাসমূহ আরও অবহিত করে যে, প্রাপ্ত অভিযোগের বাইরেও বিদ্যুৎ বিভাগের সার্বক্ষণিক তদারকি ও সংস্থা/কোম্পানিসমূহের যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ বিল সংশোধন করে সঠিক বিল ইস্যু করা হয়েছে এবং অনেক গ্রাহক ইতোমধ্যে বিল পরিশোধ করেছে। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

সংস্থা/কোম্পানির নাম	১৫০% এর নিম্নে	১৫০%-২০০%	২০০%-৩০০%	৩০০% বা তদুর্ধ্ব	মোট
বিউবো	২৫২৬	৫৫	১	০	২৫৮২
পবিবো	২৭৭৪৫	৩৪৬৮	২৪২৮	১০৪০	৩৪৬৮১
ডিপিডিসি	৯৫৪৫	১২৯০	১৫৩০	২৯০১	১৫২৬৬
ডেসকো	১৩৪৯৮৭	১৪৪৪	৯৩০	৪২	১৩৭৪০৩
ওজোপাডিকো	২৫০	৫৯	৫৬	১৯০	৫৫৫
নেসকো	১৪৩২৯৯২	৮৭২১৯	১৭১৫৭	৫৫০৫	১৫৪৮৩৭৮
মোট	১৬০১৭৭৪	৯৩৫৩৫	৩৩৮৭৮	৯৬৭৮	১৭৩৮৮৬৫

উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মোট গ্রাহকের মধ্যে মোট ১৭৩৮৮৬৫ জন গ্রাহককে অতিরিক্ত বিল ইস্যু করা হয় যার মধ্যে শতকরা ৪% গ্রাহকের প্রায় ৫০% পর্যন্ত বেশি, ০.২৬% গ্রাহকের ১.৫ হতে ২ গুণ বেশি, ০.০৯% গ্রাহকের ২ হতে ৩ গুণ বেশি এবং ০.০৩% গ্রাহকের ৩ গুণের অধিক বিদ্যুৎ বিল করা হয়।



### ৪.৪। অতিরিক্ত/ভূতুড়ে বিল প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা:

করোনা কালীন সময়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অতিরিক্ত/ভূতুড়ে বিল প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তপূর্বক জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক ইতিমধ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে:

#### ক) ডিপিডিসি:

- ডিপিডিসি'র ০১ (এক) জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ০১ জন (এক) উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, ০১ (এক) জন সহকারী প্রকৌশলী, ০১ (এক) জন ডাটাএন্ট্রি কো-অর্ডিনেটর পদসহ সর্বমোট ০৪ (চার) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
- ডিপিডিসি'র ৩৬ (ছত্রিশ) জন এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে কৈফিয়ত নামা প্রদান করা হয়েছে এবং বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- যে সকল দপ্তর কর্তৃক অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিল প্রস্তুত করা হয়েছে এরূপ ০৭ (সাত)টি দপ্তরের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান (সিএসএস) এ ১৩ (তের) মিটার রিডিং কালেক্টর এবং ০১ (এক) জন সুপারভাইজার পদ সহ সর্বমোট ১৪ (চৌদ্দ) জন কর্মীদের ডিপিডিসি হতে নিয়োজন বাতিলসহ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং চুক্তি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- ডিপিডিসি'র ৮জন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে বদলী করা হয়েছে।

#### খ) পবিবো:

৮০টি সমিতি হতে প্রেরিত সমিতির তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তদন্ত কমিটি কর্তৃক সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য হতে দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে চিহ্নিত করা হয়। এবং ইতোমধ্যে অভিযুক্ত ৯৮ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত কার্যব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

- বরখাস্ত (চুক্তি বাতিল)- ২ জন
- তিরস্কার পত্র প্রদান- ৩ জন
- বেতন কর্তন- ২ জন
- সতর্ক পত্র প্রদান- ৯১ জন

এছাড়া ১৯ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আরইবি কর্তৃক বিভাগীয় কার্যব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে এবং ৭৭৩ জন কর্মচারীকে সমিতি কর্তৃক কারণ দর্শানো নোটিশ জারি/ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। জবাব প্রাপ্তির পর তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যব্যবস্থা নেয়া হবে।

#### গ) ডেসকো:

১১টি মিটারের ভুল রিডিং নেওয়ার কারণে এবং ০১টি মিটারের রিডিং ভুল এন্ট্রি দেয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের এপ্লি ও মে '২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক বেশি হয়েছিল। মিটার রিডিং ভুল দেওয়ার এবং একটি ভুল এন্ট্রি দেয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট ০২ জন মিটার রিডারকে চাকুরী হতে অব্যাহতি ও ০৭ জন মিটার রিডার এবং ০১ জন ডাটাএন্ট্রি অপারেটরকে সতর্ক পত্র প্রদান করা হয়েছে।

#### ঘ) বিউবো:

চারটি বিতরণ অঞ্চলের মোট ৭৪ জন মিটার রিডারকে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে এবং ১০ জন মিটার রিডারকে সতর্ক করা হয়েছে।



### ঙ) ওজোপাডিকো:

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী থেকে শুরু করে মিটার রিডার পর্যন্ত মোট ২২৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট কৈফয়ত তলব করা হয়েছে। কৈফয়ত তলবের জবাব পরীক্ষান্তে এবং তদন্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে দায়ীদের বিরুদ্ধে ওজোপাডিকো'র চাকুরি বিধি -২০১৬ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

### চ) নেসকো:

দায়িত্বে অবহেলার জন্য কোম্পানির প্রচলিত আইনের আওতায় ০১ (এক) জন নির্বাহী প্রকৌশলীকে অন্যত্র বদলীপূর্বক স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে এবং অভিজুক্ত ২ (দুই) জন মিটার রিডারকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও বিষদভাবে তদন্ত করে পরবর্তীতে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

### ৫.০। পর্যবেক্ষণ:

#### ৫.১। অতিরিক্ত বিলের পরিসংখ্যান:

- ক) ২৬ মার্চ হতে ৩০ মে, ২০২০ পর্যন্ত দেশে সাধারণ ছুটি এবং কোন্ কোন্ এলাকায় লক-ডাউন থাকার পর ৩১ মে, সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম চালু করায় অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করায় বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে মূলত বিলে ভুল হয়েছে।
- খ) অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, করোনাকালীন সময়ে মানুষ ঘরে থাকায় আবাসিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধি, বিইআরসি কর্তৃক মার্চ, ২০২০ মাস হতে ৮% হারে ট্যারিফ বৃদ্ধি, মার্চ-এপ্রিল, ২০২০ মাসে গড় বিল প্রস্তুতের কারণে স্বাভাবিকভাবেই এ সময়ে বিদ্যুৎ বিল গড়ে ন্যূনতম ২০% বৃদ্ধি পাওয়ার কথা।
- গ) মোট গ্রাহকের মধ্যে ০.২৬ শতাংশ গ্রাহককে ১.৫ হতে ২ গুন বেশি, ০.০৯ শতাংশ গ্রাহককে ২ হতে ৩ গুন বেশি এবং ০.০৩ শতাংশ গ্রাহককে ৩ গুনের অধিক অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল করা হয়েছে।
- ঘ) মার্চ-মে মাস পর্যন্ত মোট ৬১২৬৫ (০.১৬%) টি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যার প্রায় সবগুলোই সমন্বয় করা হয়েছে।
- ঙ) অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের কারণে সংস্থা প্রধানগণের পক্ষ থেকে গ্রাহকগণের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে এবং অসংগতিপূর্ণ বিদ্যুৎ বিল গুলি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৫.২। প্রাপ্ত অভিযোগের বাইরেও ইউটিলিটি কর্তৃক মোট ১৭,৩৮,৮৬৫ টি বিলে অসংগতি চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫.৩। করোনাকালীন সময়ে বিদ্যুৎ বিল প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন না করে সংস্থা/কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের লিখিত/মৌখিক নির্দেশে অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিজস্ব ধ্যান ধারণায় বিল প্রস্তুত করায় অধিক সংখ্যক অতিরিক্ত/ভুলে বিলের উদ্ভব হয়েছে।

৫.৪। অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অতিরিক্ত বিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সংস্থা/কোম্পানির আইসিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো। ডিপিডিসির আইসিটি দপ্তর হতে Feedback দেয়া হলেও তা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়নি। সফটওয়্যার বেইজ বিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সিলিং বা সার্কিট ব্রেকার থাকা প্রয়োজন।





৫.৫। বিভিন্ন গ্রাহকদের পক্ষ থেকে এখনও অতিরিক্ত বিল সম্পর্কিত অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সংস্থা/কোম্পানির পক্ষ হতে অভিযোগগুলি গ্রহন ও তা পরীক্ষা করে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৫.৬। মিটার না দেখে আনুমানিক রিডিং এর উপর ভিত্তি করে বিল করা এবং জুন মাসে এসে অতিরিক্ত বিলের অভিযোগ পূর্বেও ছিল যা এবছর করোনার কারণে গড় বিলের ফলে প্রকট আকার ধারণ করেছে। বছরের অন্যান্য মাসে কম বিল করে মে-জুন মাসে অতিরিক্ত বিল করার প্রবণতা নিরসনে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে যাতে এর একটি স্থায়ী সমাধান হয়।

৫.৭। কোন কোন গ্রাহকের কাছ থেকে প্রিন্সিপাল টাকা সমন্বয়ের নামে অতিরিক্ত বিল করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এধরনের অভিযোগসমূহের নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন।

৫.৮। কোন কোন গ্রাহক অতিরিক্ত বিল সংশোধনের আশ্বাসের পূর্বেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের আশংকায় বিল পরিশোধ করে দিয়েছে। এখন বিল সংশোধনের ঘোষণার পর সে সকল গ্রাহক তাদের প্রদত্ত অতিরিক্ত বিল সমন্বয়ের আবেদন করেছে। এসমস্ত বিলও সমন্বয় করা প্রয়োজন।


৫.৯। বিউবোর ফুলপুর, ময়মনসিংহ দপ্তরের বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে ইনডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে প্রচারিত প্রতিবেদন এবং ভিডিও ক্লিপ এর বিষয়টি বিউবোর উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি দ্বারা তদন্ত করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও ১ জন নির্বাহী প্রকৌশলীসহ মোট ৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে এবং গ্রাহকদের সমস্যাগুলি সমাধান করা হয়েছে।

৫.১০। করোনাকালীন সময়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অতিরিক্ত/ভুলভে বিল প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ মাঠ পর্যায়ে যাচাই এর লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ছয়টি টিম গঠন করা হয়। টিমগুলি দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৬টি সংস্থা/কোম্পানির মোট ৩৬৪ গ্রাহকের উপর জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত টিমের জরিপে পিডিবি ও ডেসকোর ৯২.৫% গ্রাহক, আরইবি ও ওজোপাডিকোর ৮০% গ্রাহক, নেসকোর ৭৫-৮০% গ্রাহক এবং ডিপিডিসির ৪০% গ্রাহক সমুদ্র বলে জানা যায় (পরিশিষ্ট-২)।

৫.১১। করোনাকালীন সময়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অতিরিক্ত/ভুলভে বিল প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তপূর্বক জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের লক্ষ্যে ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এর মধ্যে বিউবোর ৮৪ জন, পবিবোর ৮৯০ জন, ডিপিডিসির ৬২ জন, ডেসকোর ১০ জন, ওজোপাডিকোর ২২৩ জন এবং নেসকোর ৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও বিষদভাবে তদন্ত করে প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

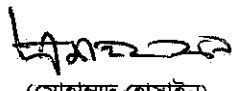
৫.১২। কোন কোন সংস্থা/কোম্পানির ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ, ২০২০ মাসে যে পরিমাণ এনার্জি ইমপোর্ট হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এপ্রিল, ২০২০ মাসে বিল করা হয়েছে মিটার রিডিং না দেখেই। আবার কোন কোন সংস্থা/কোম্পানি থেকে গত বছরের ঐ সময়ের বিলের ২০% বেশী করে বিল করার নির্দেশনা দিয়ে বিল করা হয়েছে।

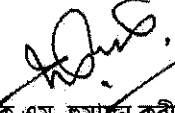
৫.১৩। কোন কোন সংস্থা কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ঢালাও শো-কোজ নোটিশ করা হয়েছে যা জুডিশিয়াস হয়নি।




৬.০। সুপারিশ:

- ক) বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ গ্রাহকদের অসংগতিপূর্ণ বিদ্যুৎ বিল প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিত করে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কোন ক্রমেই যেন নিরপরাধ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হন।
- খ) সংস্থা/কোম্পানির আইসিটি দপ্তরকে আরো দক্ষ ও কার্যক্ষম করতে হবে। সফটওয়্যার বেইজ বিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে একটি সর্বোচ্চ সিলিং বা সার্কিট ব্রেকার থাকা প্রয়োজন যাতে উক্ত সিলিংয়ের অতিরিক্ত বিল ইস্যুর পূর্বে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।
- গ) গ্রাহকগণের অভিযোগের বাহিরেও অসংগতিপূর্ণ/অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলসমূহ চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে সেগুলোর সমাধান করা যেতে পারে।
- ঘ) ভবিষ্যতে সঠিকভাবে মিটার রিডিং গ্রহণ করে বিল প্রস্তুত করা নিশ্চিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে দৈবচয়নের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বিদ্যুৎ বিল পরীক্ষা করা যেতে পারে।
- ঙ) মিটার রিডারদের বিকল্প হিসেবে “আমার বিল আমি দেব” কর্মসূচির আওতায় (পরিশিষ্ট-৩) গ্রাহকগণ নিজের মিটার নিজে দেখে প্রকৃত রিডিংয়ের স্ল্যাপস্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করতে পারে। এ পদ্ধতিতে বিলিংয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এ্যাপসসমূহ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
- চ) অতিরিক্ত বিল তথা ভুলে বিলের অপবাদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে আউটসোসিংয়ের মাধ্যমে মিটার রিডিং আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।
- ছ) দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের অংশ হিসেবে যতদূর সম্ভব সকল গ্রাহকের জন্য Smart Pre-paid মিটার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- জ) ডিপিডিসির ব্যবহৃত Exception Check সিস্টেম অন্যান্য সংস্থাগুলো replicate করতে পারে।

  
(মোহাম্মদ হোসাইন) ২/৭/২০  
মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল

  
(এ.কে.এম. হাম্মুন কবীর)  
অতিরিক্ত সচিব (সমর্থন)  
বিদ্যুৎ বিভাগ ও  
আহবায়ক, টার্মফোর্স-২

  
(মোছাঃ মাকছুদা খাতুন)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)  
বিদ্যুৎ বিভাগ ও  
আহবায়ক, টার্মফোর্স-১

একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বিদ্যুৎ বিভাগ  
সমন্বয়-২ অধিশাখা।  
[www.powerdivision.gov.bd](http://www.powerdivision.gov.bd)

নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০০২.২০-২১৯

১৫ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
তারিখ: \_\_\_\_\_  
২৯ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

### অফিস আদেশ

বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানিসমূহ নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রামণ এবং সরকার কর্তৃক সাধারণ ছুটি ও লক ডাউন এর কারণে বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের বাসা-বাড়ি গিয়ে মিটার রিডিং নেওয়া সম্ভব হয়নি। এর প্রেক্ষিতে গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিলে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ বিলের অসামঞ্জস্যতা এবং বিভিন্ন অভিযোগ নিরসনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও সংস্থা/কোম্পানিসমূহের প্রধানদের সমন্বয়ে নিম্নবর্ণিত তদারকি কমিটি গঠন করা হলোঃ

তদারকি কর্মকর্তা	সংস্থা/কোম্পানির নাম	সার্বিক তত্ত্বাবধানে সহায়তা করবেন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বিদ্যুৎ বিভাগ	ডিপিডিসি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি
	ডেসকো	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) বিদ্যুৎ বিভাগ	বাবিউবো/বাপবিবো	চেয়ারম্যান, বাবিউবো/বাপবিবো
	ওজোপাডিকো/নেসকো	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো/নেসকো

০২। উল্লিখিত উভয় কমিটিকে মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল ও যুগ্মসচিব (সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা), বিদ্যুৎ বিভাগ প্রশাসনিক সহায়তা করবেন।

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ অফিস আদেশ জারি করা হলো।

২৯/০৬/২০২০  
(আইরিন পারভীন)

উপসচিব

ফোন: ৪৭১২০৩০৮

ইমেইল: coord-2@pd.gov.bd

১৫ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০০২.২০-২১৯

তারিখ: \_\_\_\_\_  
২৯ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ
- ২) অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয় অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ
- ৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
- ৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
- ৫) মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল, বিদ্যুৎ ভবন, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
- ৬) যুগ্মসচিব (সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা), বিদ্যুৎ বিভাগ
- ৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)

৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)

৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী (নেসকো)

৬) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা  
(মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

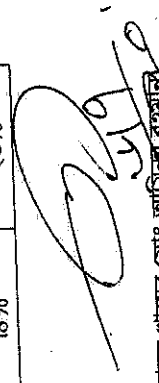
৭) সচিব এর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(আইরিন পারভীন)

উপসচিব

বিদ্যুৎ বিতরণী সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল প্রদান এর বিষয়ে যাচাই অস্ত্রে প্রত্যুক্ত সারসংক্ষেপ।

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	সংস্থা/কোম্পানির নাম	অতিরিক্ত বিল প্রদত্ত গ্রাহকের সংখ্যা	যাচাইকৃত গ্রাহকের সংখ্যা	সংস্থা/কোম্পানি থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে	বিল সংশোধন করা হয়েছে	সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট
০১।	জনাব আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান, যুগ্মসচিব (সুকব্য অনবিভাগ), বিদ্যুৎ বিভাগ।	বিসিভিবি এবং ভেসকো	৯৭৩ (১+৯৭২)	২৬	৯০%	৩০%	৯২.৫%	৭.৫% (২জন)
০২।	জনাব মোহাম্মাদ মফিজুর রহমান যুগ্মসচিব (সমষ্টি-১), বিদ্যুৎ বিভাগ।	ওজোপাডিকো এবং বিআরইবি	৩,৭৩৩ (৪৬১+৩২৭২)	৩০	৩০%	৪০%	৮০%	২০%
০৩।	জনাব মোঃ জাহসানুর রহমান হাশিম, উপসচিব (বাজেট), বিদ্যুৎ বিভাগ।	নেসকো (বেগুড়া, দিনাজপুর ও পাবনা সার্কেল) ডিপিভিসি	১৯,৩৮৮ (৯,১৭৭+৪,৭৬৭ +৫,৪৪৪)	৫০	৩০%	৩০%	৭৫%	২৫%
০৪।	জনাব এরাবুল হক, উপসচিব (আইন), বিদ্যুৎ বিভাগ।	নেসকো (মোজাশাহী সার্কেল-১ ও ২)	৪,৪৩৩	৩৫	৫০%	৫০%	৪০%	৬০%
০৫।	মিজ আইরিন পারভীন উপসচিব (সমষ্টি-২), বিদ্যুৎ বিভাগ	নেসকো (বেংপুর সার্কেল-১ ও ২)	৬,৯৯৩	৫৩	৩০%	৩০%	৮০%	২০%
০৬।	মিজ মাকসুদা খন্দকার সিনিয়র সহকারী সচিব (বিমি ও পলিসি), বিদ্যুৎ বিভাগ।	নেসকো (বেংপুর সার্কেল-১ ও ২)	৩,৪০৫	১৭০	৩০%	৩০%	৭৫%	২৫%
			৩৮,৯২৫	৩৬৪	৪৪%	৩৫%	৭৪%	২৬%



(আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান)  
যুগ্মসচিব (শুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা)

আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান  
যুগ্ম-সচিব  
বিদ্যুৎ, লিফট  
পলিসি ও সিনিয়র সহকারী সচিব  
কম্পিউটার বিভাগ

## আমার বিল আমি করি

মহামারির মধ্যে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে মানুষের বিড়ম্বনার শেষ নেই। আবার বিতরণ কোম্পানির প্রতিনিধিরা বিলিং কার্যক্রমে নেমে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হচ্ছেন। কেউ কেউ এরমধ্যে মারাও গেছেন। বিষয়টি দুঃখজনক। এসব সংকট থেকে মুক্তির জন্য গ্রাহক নিজের বিল নিজেই করতে পারেন।

## কি ভাবে করা সম্ভব

১. গ্রাহক প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে মিটারের ছবি তুলে বিতরণ কোম্পানির কাছে পাঠাতে পারেন। স্মার্ট ফোনই এর জন্য যথেষ্ট।
  - ক) প্রত্যেক বিতরণ কোম্পানিকে পূর্ণাঙ্গ ই বিলিং সেবা চালু করতে হবে।
  - খ) গ্রাহক ই বিলিং সেবায় প্রবেশ করে কাষ্টমার নাম্বার দিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে ছবিটি সংযুক্ত করবেন।
  - গ) বিতরণ কোম্পানি এই ছবি দেখে বিল করে ওয়েব সাইটে 'ই বিল' সেবায় বিলটি যুক্ত করবেন অথবা ইমেলে বিলটি গ্রাহকের কাছে প্রেরণ করবে। গ্রাহক বিলটি প্রিন্ট করে ব্যাংকে জমা দেবেন।

## অথবা

গ্রাহককে নির্দিষ্ট কোড দিয়ে বিলের অঙ্ক এসএমএস এ জানিয়ে দেবে। মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারবেন। ফিরতি এসএমএস এ বিল পরিশোধের বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হবে।

ঙ) এখন কোন কোন বিতরণ কোম্পানির ই বিল সেবা রয়েছে। কিন্তু সেটা আংশিক। সেখানে শুধু একজন গ্রাহকের প্রতিমাসের বিল দেখা যায়। এই সেবাকে পূর্ণাঙ্গ করতে হবে।

২. আরো আধুনিকায়ন করতে চাইলে ই বিলিং এ্যাপস করা যেতে পারে। সেখানে গ্রাহক তার বিলের ছবির সঙ্গে নির্দিষ্ট ঘরে তার মিটারের বর্তমান রিডিং উল্লেখ করবেন। এ্যাপসটি গ্রাহকের দেয়া মিটার রিডিং এর সঙ্গে ছবি মিলিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিল করে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহকের ইমেলে বিলটি চলে যাবে।

৩. বিল প্রদানের ক্ষেত্রে ই বিলিং কার্যক্রমের সঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিং এ্যাপস যুক্ত করলে গ্রাহক তাৎক্ষণিক ভাবে বিল প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে ঘরে বসেই বিল দেয়া যাবে।

## কেন করা উচিত

১. বিলিং কার্যক্রম নিয়ে গ্রাহকের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। কোন কোন মাসে অতিরিক্ত বিল ধরিয়ে দেয়া, মিটার না দেখে বিল করা বিতরণ কোম্পানির বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ অনেক দিনের। এক্ষেত্রে গ্রাহকের অভিযোগ শূন্য নামিয়ে আনা সম্ভব।

২. একই সঙ্গে বিলিং কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনশক্তি কমিয়ে আনা সম্ভব। এতে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাশ্রয়ের সঙ্গে সময়ের অপচয় রোধ করা যাবে।

৩. বিদ্যুৎ বিভাগ 'পেপার লেস অফিস' এ রূপান্তরের চিন্তা করছে। কিন্তু কাণ্ডজে বিদ্যুৎ বিল রেখে সেটা কি সম্ভব? সঙ্গত কারণে ই বিল সেবা চালু করার কোন বিকল্প নেই।

### প্রতিবন্ধকতা কোথায়?

১. গ্রাহক প্রতিমাসের নির্দিষ্ট তারিখে ছবি পাঠাবেন।

উত্তরণের উপায়: ধরে নেয়া যাক গ্রাহক ১৩ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে বিলের ছবি বিতরণ কোম্পানির ওয়েব সাইটের ই বিলিং এ পাঠাবেন। কিন্তু তিনি পাঠালেন না। এক্ষেত্রে প্রথমেই কঠোর না হয়ে তাকে উদ্ভুদ্ধ করতে হবে। গ্রাহককে মোবাইলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ফোন দেয়া। এসএমএস করা যেতে পারে। তবে এতে কাজ না হলে ১৫ তারিখের পর থেকে প্রথম দিনের জন্য ১০০ টাকা, দ্বিতীয় দিনের জন্য ২০০ টাকা তৃতীয় দিনের জন্য ৩০০ টাকা জরিমানা করা যেতে পারে। যত দিন তিনি ছবি পাঠাবেন না, তত দিন এভাবে জরিমানার পারমান বাড়তে থাকবে। এ বিষয়ে আরো কঠোর শাস্তিরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ধারা যেতে পারে ১৫ দিন পর বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া যেতে পারে। এক মাস কোন আবেদন নিবেদনে এই সংযোগ দেয়া হবে না।

২. মিটার রিডার এবং ঠিকাদারের কাজ হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। ফলে ই বিলিং নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণা চালানো স্বাভাবিক।

উত্তরণের উপায়: এক্ষেত্রে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কোন বিকল্প নেই। তবে এদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানিতে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. প্রথমেই সারাদেশে ই বিলিং কার্যক্রম চালু করা সম্ভব।

উত্তরণের উপায়: বিতরণ কোম্পানির মধ্যে ঢাকার দুই বিতরণ কোম্পানিতে পাইলট প্রজেক্ট করা যেতে পারে। তিন মাসের মধ্যে দেশের প্রত্যেকটি শহর এলাকাতে ই বিলিং সেবা চালু করা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু কার্যকর এবং গতিশীল উদ্যোগ নেওয়া। শুরুতে বিড়ম্বনা হলেও ছয় মাসের মধ্যে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

৪. গ্রাহক ছবি নিয়ে কোন কারসাজি করছে নাতো?

উত্তরণের উপায়: প্রয়োজন একটি তথ্য ভান্ডার সৃষ্টি করা। প্রত্যেক গ্রাহকের একটি কাস্টমার নাম্বার রয়েছে। সেই কাস্টমার নাম্বারে গ্রাহক কোন মাসে কি পরিমাণ বিল দিয়েছেন তা এখনই বিতরণ কোম্পানির কাছে রয়েছে। ফলে গ্রাহক কোন রকম কারসাজি করলে এটি ধরে ফেলা কঠিন কোন বিষয় হবে না। এরপারও প্রতি ছয় মাস বা প্রতি অর্ধ বছরে একবার মিটার রিডিং নেয়া যেতে পারে। ##

গত ২৫/০৬/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় অতিরিক্ত বিল সম্পর্কিত গ্রাহকদের অভিযোগ বিবেচনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের উপর অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন।

১। গত ২৫/০৬/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে আপনার প্রতিষ্ঠান কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২। গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিল পর্যালোচনান্তে প্রাপ্ত Feedback কেমন।

(ক) মার্চ-মে ২০২০ পর্যন্ত কতজন গ্রাহককে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল করা হয়েছিল (সংখ্যা ও % হারে)।

মোট ১৩৭৪০৩জন গ্রাহককে অতিরিক্ত বিল করা হয়েছিল, মোট গ্রাহক সংখ্যার তুলনায় শতকরা হিসেবে ১৩%।

(খ) অতিরিক্ত বিলের সংখ্যার বিভাজনঃ

১৫০% এর নিম্নে	১৫০%-২০০%	২০০%-৩০০%	৩০০% বা তদুর্ধ্ব
১৩৪৯৮৭	১৪৪৪	৯৩০	৪২

৩। এ পর্যন্ত অতিরিক্ত বিল সমন্বয়ের তথ্যঃ

প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	সমন্বয়কৃত বিল সংখ্যা	মোট অতিরিক্ত বিল (টাকা)	সমন্বয়কৃত বিল (টাকা)	মোট আদায়কৃত বিল (%)
৪৪১৯	৬৪৮৩	৪৪,২১,৪৪৭	৪৪,২১,৪৪৭	৬২%

৪। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/মতামত:

কোয়ারান্টাইন পিরিয়ডে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসার প্রধান কারণ সমূহ নিম্নরূপঃ

কারণ-১) ট্যারিফ বৃদ্ধিঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন() কর্তৃক নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫২, তারিখঃ ২৭/০২/২০২০ইং স্মারকমূলে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী(ডেসকো)লিঃ এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্য হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। কমিশনের আদেশ মোতাবেক খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ২০২০ বিল মাস-মার্চ'২০ হতে কার্যকর করা হয়েছে। ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধি কার্যকর হওয়ায় গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে। বিগত সময়ের তুলনায় একই পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল বাবদ (৭-৮)% খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কারণ-২) এন্টিমেট বিল করণঃ

দেশব্যাপি করোনা ভাইরাসরোগ(কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবেলা এবং ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় গত ২৬/০৩/২০২০ইং তারিখ হতে ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মহামারী করোনা (Covid-19) ভাইরাসের বিস্তাররোধে এবং ডেসকো'তে কর্মরত মিটার রিডারদের নিরাপত্তা বিষয়টি বিবেচনা করে এপ্রিল'২০ মাসে গ্রাহক স্থাপনায় গিয়ে রিডিং নেওয়া সম্ভব হয়নি। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের আলোকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের আলোকে মার্চ'২০ মাসের ব্যবহারের ২০% বেশী ইউনিট রিডিং ফরোয়ার্ড করে প্রাক্কলিত বিল করা হয়েছিল। এর ফলে কিছু গ্রাহকের বিল বেশি হয়েছে।

পাতা-২



গত ২৫/০৬/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় অতিরিক্ত বিল সম্পর্কিত গ্রাহকদের অভিযোগ বিবেচনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের উপর অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন।

সাধারণ ছুটি ঘোষণার সাথে সাথে এক শ্রেণীর গ্রাহক যেমন শিল্প কারখানার শ্রমিক, ছাত্র, দোকান কর্মচারী -ঢাকা ছাড়তে শুরু করে। ফলে এদের বাসস্থান, মেস, বা ক্ল্যাট মার্চ এর শেষ সপ্তাহ থেকেই বন্ধ ছিল। কিন্তু প্রাক্কলিত বিল করার কারণে এদের বিল বেশি হয়েছে। একই কারণে ছোট ছোট দোকান, বিপণি বিতান, অফিস, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার বাণিজ্যিক গ্রাহকের বিল বেশি হয়েছে। কিছু কিছু গ্রাহকের এপ্রিল মাসের বিল প্রকৃত ব্যবহারের চেয়ে কম ছিল ফলে মে'২০ মাসে প্রকৃত রিডিং অনুযায়ী বিল করায় এপ্রিল'২০ মাসের জমাকৃত ইউনিট যোগ হয়ে মে'২০ মাসে সর্বোচ্চ ম্যাবে বিল হয়। আবার সর্বোচ্চ ম্যাবে বিদ্যুতের রেন্ট সবচেয়ে বেশি(৭.১০%) বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি পেয়েছে।

### কারণ-৩) আবহাওয়া-প্রকৃতিঃ

মার্চ মাস থেকেই বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল শুরু হয় এ সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

### কারণ-৪) লক-ডাউনের বাসায় অবস্থানের কারণে গ্রাহকের usage বৃদ্ধি পাওয়া

২৫ মার্চ থেকে ৩০ শে মে পর্যন্ত মাসে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির কারণে বাসাবাড়িতে বাসিন্দাগণের দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান, পবিত্র মাহে রমজান এবং গ্রীষ্মকালীন অস্বাভাবিক গরমের কারণে গ্রাহকের বিদ্যুতের কনজাম্পশন বৃদ্ধি পেয়েছে। লকডাউনের এ সময়টায় সারাদেশেই ইন্টারনেট ব্যবহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক স্কুল-কলেজ অনলাইনে ক্লাশ পরিচালনা করছে। বাসাবাড়িতে দীর্ঘসময় মোবাইল, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ব্যবহারের কারণেও গ্রাহকের বিদ্যুতের কনজাম্পশন বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত ২৫/০৬/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় অতিরিক্ত বিল সম্পর্কিত গ্রাহকদের অভিযোগ বিবেচনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের উপর অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন।

১। গত ২৫/০৬/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে আপনার প্রতিষ্ঠান কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ক) ডেসকো প্রতিটি বিওবি বিভাগের এক অবস্থানে সেবা কেন্দ্রে গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) বিল সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য পৃথক রেজিস্টার প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে অভিযোগকারী গ্রাহকগণের নাম ঠিকানা ফোন নং এবং অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। গ্রাহকের সমস্যা সমাধানের পরে টেলিফোনের মাধ্যমে ফিডব্যাক নেওয়া হচ্ছে।

গ) গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে তা প্রদানের জন্য গ্রাহকগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে এবং ডেসকো'র ০৪ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী'র মোবাইল নং এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উক্ত মোবাইল নম্বর গুলো ডেসকো ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হয়েছে ফলে গ্রাহকগণ খুব সহজেই তাদের অভিযোগ জানাতে পারছেন।

ঘ) গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে তা প্রদানের জন্য গ্রাহকগণকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং ডেসকো'র ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।

ঙ) মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ সহ বিভিন্ন **Local Community** এর সাথে বিল সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়েছে। ডিওএইচএস এলাকায় মতবিনিময়ের প্রেক্ষিতে গত ২৮,২৯ ও ৩০/০৬/২০২০ তারিখে ১০ (দশ) জনের একটি টিম গঠন করে উক্ত এলাকার গ্রাহকগণের বিল যাচাই করে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে বিল সংশোধন করা হয় এবং যে সকল বিল সঠিক আছে তা গ্রাহকগণকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।

চ) গ্রাহকের অভিযোগ আমলে নিয়ে সিটিজেন চার্টারে উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ছ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রাহকের স্থাপনায় গিয়ে রিডিং গ্রহণ করে প্রকৃত রিডিং দিয়ে বিল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে মার্চ, এপ্রিল বা এপ্রিল ও মে মাসের রিডিং গড় করে গ্রাহকের বিল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে ফলে গ্রাহকগণ সন্তোষ প্রকাশিত পেয়েছেন।

জ) কোন কোন গ্রাহকের ক্ষেত্রে স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মিটারের কার্যকারীতা পরীক্ষা এবং পুনরায় প্রকৃত রিডিং যাচাই করে বিল সঠিক পাওয়া যায় যা গ্রাহককে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

ঝ) সাব-মিটারের বিল সংশোধনের ফলে আবশ্যিকভাবে মেইন মিটারের বিল সংশোধন করা হয়েছে।

ঞ) মোট পোস্টপেইড গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৭১০,৬৬৩ জন। গত ২৯/০৬/২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত ডেসকোতে বিল সংক্রান্ত মোট অভিযোগ জমা পড়েছে ৪৪১৯ টি যা ডেসকো'র মোট পোস্টপেইড গ্রাহক সংখ্যার তুলনায় মাত্র ০.৬২ %। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে বেশির ভাগ বিল সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়া যায় ফলে তাদের বিল সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়নি। অবশিষ্ট অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

## ২। গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিল পর্যালোচনান্তে প্রাপ্ত Feedback কেমন।

(ক) মার্চ-মে ২০২০ পর্যন্ত কতজন গ্রাহককে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল করা হয়েছিল (সংখ্যা ও % হারে)।

মোট ১৩৭৪০৩জন গ্রাহককে অতিরিক্ত বিল করা হয়েছিল, মোট গ্রাহক সংখ্যার তুলনায় শতকরা হিসেবে ১৩%।

(খ) অতিরিক্ত বিলের সংখ্যার বিভাজনঃ

১৫০% এর নিম্নে	১৫০%-২০০%	২০০%-৩০০%	৩০০% বা তদুর্ধ্ব
১৩৪৯৮৭	১৪৪৪	৯৩০	৪২

## ৩। এ পর্যন্ত অতিরিক্ত বিল সমন্বয়ের তথ্যঃ

প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	সমন্বয়কৃত বিল সংখ্যা	মোট অতিরিক্ত বিল (টাকা)	সমন্বয়কৃত বিল (টাকা)	মোট আদায়কৃত বিল (%)
৪৪১৯	৬৪৮৩	৪৪,২১,৪৪৭	৪৪,২১,৪৪৭	৬২%

## ৪। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/মতামত:

কোয়ারান্টাইন পিরিয়ডে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসার প্রধান কারণ সমূহ নিম্নরূপঃ

কারণ-১) ট্যারিফ বৃদ্ধিঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন() কর্তৃক নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫২, তারিখঃ ২৭/০২/২০২০ইং স্মারকমূলে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী(ডেসকো)লিঃ এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্য হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। কমিশনের আদেশ মোতাবেক খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ২০২০ বিল মাস-মার্চ'২০ হতে কার্যকর করা হয়েছে। ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধি কার্যকর হওয়ায় গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে। বিগত সময়ের তুলনায় একই পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল বাবদ (৭-৮)% খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কারণ-২) এস্টিমেট বিল করণঃ

দেশব্যাপি করোনা ভাইরাসরোগ(কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবেলা এবং ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় গত ২৬/০৩/২০২০ইং তারিখ হতে ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মহামারী করোনা (Covid-19) ভাইরাসের বিস্তাররোধে এবং ডেসকো'তে কর্মরত মিটার রিডারদের নিরাপত্তা বিষয়টি বিবেচনা করে এপ্রিল'২০ মাসে গ্রাহক স্থাপনায় গিয়ে রিডিং নেওয়া সম্ভব হয়নি বিধায় প্রাক্কলিত বিল করা হয়েছিল। এর ফলে কিছু গ্রাহকের বিল বেশি হয়েছে।

সাধারণ ছুটি ঘোষণার সাথে সাথে এক শ্রেণীর গ্রাহক যেমন শিল্প কারখানার শ্রমিক, ছাত্র, দোকান কর্মচারী -ঢাকা ছাড়তে শুরু করে। ফলে এদের বাসস্থান, মেস, বা ফ্ল্যাট মার্চ এর শেষ সপ্তাহ থেকেই বন্ধ ছিল। কিন্তু প্রাক্কলিত বিল করার কারণে এদের বিল বেশি হয়েছে। একই কারণে ছোট ছোট দোকান, বিপণি বিতান, অফিস, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার বাণিজ্যিক গ্রাহকের বিল বেশি হয়েছে। কিছু কিছু গ্রাহকের এপ্রিল মাসের বিল প্রকৃত ব্যবহারের চেয়ে কম ছিল ফলে মে'২০ মাসে প্রকৃত রিডিং অনুযায়ী বিল করায় এপ্রিল'২০ মাসের জমাকৃত ইউনিট যোগ হয়ে মে'২০ মাসে সর্বোচ্চ ম্ল্যাভে বিল হয়। আবার সর্বোচ্চ ম্ল্যাভে বিদ্যুতের রেট সবচেয়ে বেশি(৭.১০%) বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি পেয়েছে।

**কারণ-৩) আবহাওয়া-প্রকৃতিঃ**

মার্চ মাস থেকেই বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল শুরু হয় এ সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

**কারণ-৪) লক-ডাউনের বাসায় অবস্থানের কারণে গ্রাহকের usage বৃদ্ধি পাওয়া**

২৫ মার্চ থেকে ৩০ শে মে পর্যন্ত মাসে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির কারণে বাসাবাড়িতে বাসিন্দাগণের দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান, পবিত্র মাহে রমজান এবং গ্রীষ্মকালীন অস্বাভাবিক গরমের কারণে গ্রাহকের বিদ্যুতের কনজাম্পশন বৃদ্ধি পেয়েছে। লকডাউনের এ সময়টায় সারাদেশেই ইন্টারনেট ব্যবহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক স্কুল-কলেজ অনলাইনে ক্লাশ পরিচালনা করছে। বাসাবাড়িতে দীর্ঘসময় মোবাইল, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ব্যবহারের কারণেও গ্রাহকের বিদ্যুতের কনজাম্পশন বৃদ্ধি পেয়েছে।

## অতিরিক্ত বিল সম্পর্কিত প্রতিবেদন

- ১) দেশব্যাপি করোনা ভাইরাসরোগ (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবেলা এবং ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় গত ২৬/০৩/২০২০ইং তারিখ হতে ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৫/২০২০ইং তারিখ থেকে ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম সীমিত পরিসরে পুনরায় শুরু হলে বিল সংক্রান্ত অনেক অভিযোগ আসতে থাকে। ডেসকো'র ১৬ টি বিওবি বিভাগে ৩০/০৬/২০২০ইং পর্যন্ত মোট ৫৬৫৭ টি অভিযোগ জমা পড়েছে যা মোট পোস্টপেইড গ্রাহকের তুলনায় ০.৭৯%। ইতোমধ্যেই সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে ডেসকো'তে বর্তমানে মোট পোস্টপেইড গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৭১০,৬৬৩ জন।
- ২) অভিযোগের ধরণঃ গ্রাহকের অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় মোটা দাগে গ্রাহকগণ ৪(চার) ধরণের অভিযোগ করছেন। নিম্নে ধরণওয়ারী অভিযোগ সংখ্যা তুলে ধরা হলোঃ
- ক) এপ্রিল মাসের বিল কম/বেশি।  
খ) মে মাসের বিল বেশি।  
গ) মে মাসের বিল নেগেটিভ।  
ঘ) সারচার্জ ছাড়া বিল জমা নেওয়া।
- ৩) অভিযোগের কারণঃ
- গ্রাহকের দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ করে অভিযোগের প্রধান কারণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ
- ক) ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি ও ডিম্যান্ড চার্জ বৃদ্ধি।  
খ) লক-ডাউনের সময় দীর্ঘ সময় বাসায় অবস্থান ও পবিত্র রমজানের কারণে এপ্রিল ও মে মাসের গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া।  
গ) এপ্রিল মাসে সকল মিটার না দেখে মার্চের ব্যবহারের সাথে ২০% যোগ করে বিল ইস্যু করার কারণে মে মাসের বিল বেশি হয়েছে।  
ঘ) কিছু কিছু বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা বন্ধ থাকায় Lock বিল করা।
- ৪) নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এবং সরকার কর্তৃক সাধারণ ছুটি ও লক ডাউন কালীন সময়ে ডেসকো'র মোট ৭১০,৬৬৩ জন পোস্টপেইড গ্রাহকের মধ্যে ইস্যুকৃত বিলের মধ্যে ২০০% এর উর্দে মোট ইস্যুকৃত বিলের সংখ্যা ৯৭২ (নয়শত বাহাত্তর) টি। উক্ত বিলসমূহ যাচাই করে দেখা যায় নিম্নবর্ণিত কারণে বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছেঃ
- ক) শীতকালের তুলনায় গরম কালে বিদ্যুৎ ব্যবহার বেশি হওয়ায় এবং মার্চ'২০ হতে বিদ্যুৎ বিলের নতুন ট্যারিফ প্রবর্তিত হওয়ায় বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে।

খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এপ্রিল মাসে covid-১৯ মহামারিতে লকডাউনের রিডিং গ্রহণ করতে না পারায় মার্চের ইউনিটের সাথে ২০% যোগ করে এপ্রিল মাসের বিল করা হয়েছিল যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহারের তুলনায় কম ছিল। ফলে মে মাসে রিডিং অনুযায়ী বিল করার ফলে মে মাসে বিল বেশি হয়েছে কিন্তু রিডিং অনুযায়ী বিল সঠিক আছে।

গ) কিছু কিছু বাসায় নতুন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (এসি) ব্যবহার করায় পূর্বের তুলনায় বি বেশি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় আগারগাঁও বি ও বি বিভাগের গ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাদু মিয়া, বাড়ি- ৩/এ, প্লট-৯, রোড-৯, কল্যাণপুর, মিরপুর ঠিকানায় নতুন এসি ব্যবহার করায় বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে (ক্রমিক নং- ৫৩৮)।

ঘ) ভবন বর্ধিত করে বর্ধিত অংশের জন্য নতুন মিটার সংযোগ না নিয়েই পূর্বের মিটার দ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করায় বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় আগারগাঁও বি ও বি বিভাগের গ্রাহক জনাব কামাল উদ্দিন, প্লট-৮, রোড-১৫, কল্যাণপুর, মিরপুর ঠিকানায় ভবনের বর্ধিত অংশে পুরাতন মিটার দিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করায় বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে।

ঙ) স্থাপনায় ভাড়াটিয়া পরিবর্তন হওয়ায় এবং নতুন ভাড়াটিয়ার বিদ্যুৎ ব্যবহার বেশি হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে।

চ) ৯৭২ টির মধ্যে ১১ টি মিটারের রিডিং ভুল গ্রহণ এবং ০১ টি ভুল এন্ট্রি করায় বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে।

#### ২০০% এর অতিরিক্ত বিল ইস্যুকৃত বিলের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	বর্ণনা	সংখ্যা
১	ইতোমধ্যে পরিশোধিত	৫৪১
২	ইতোমধ্যে আংশিক পরিশোধিত	১২১
৩	অপরিশোধিত	১৪৫
৪	সংশোধনকৃত বিল	১৫৩
৫	ভুল রিডিং গ্রহন/এন্ট্রি	১২
মোট		৯৭২

#### ৫) গ্রাহক অভিযোগ নিরসনে ডেসকো'র গৃহীত পদক্ষেপঃ

ক) ডেসকো প্রতিটি বিওবি বিভাগের এক অবস্থানে সেবা কেন্দ্রে গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত সকল অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) বিল সংক্রান্ত অভিযোগ পৃথক রেজিস্টারে অভিযোগকারী গ্রাহকগণের নাম ঠিকানা ফোন নং এবং অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সহ গ্রাহকের সমস্যা সমাধানের পরে টেলিফোনের মাধ্যমে ফিডব্যাক নেওয়া হচ্ছে।

গ) গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে তা প্রদানের জন্য গ্রাহকগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে এবং ডেসকো'র ০৪ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী'র মোবাইল নং এসএমএস এর

মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উক্ত মোবাইল নম্বর গুলো ডেসকো ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হয়েছে ফলে গ্রাহকগণ খুব সহজেই তাদের অভিযোগ জানাতে পারছেন।

ঘ) গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে তা প্রদানের জন্য গ্রাহকগণকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং ডেসকো'র ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।

ঙ) মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ সহ বিভিন্ন **Local Community** এর সাথে বিল সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়েছে। ডিওএইচএস এলাকায় মতবিনিময়ের প্রেক্ষিতে গত ২৮,২৯ ও ৩০/০৬/২০২০ তারিখে ১০ (দশ) জনের একটি টিম গঠন করে উক্ত এলাকার গ্রাহকগণের বিল যাচাই করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল সংশোধন করা হয় এবং যে সকল বিল সঠিক আছে তা গ্রাহকগণকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।

চ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রাহকের স্থাপনায় গিয়ে রিডিং গ্রহণ করে প্রকৃত রিডিং দিয়ে বিল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মার্চ, এপ্রিল, মে বা এপ্রিল ও মে মাসের রিডিং গড় করে স্ল্যাব সুবিধাসহ গ্রাহকের বিল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে।

ছ) অধিকাংশ গ্রাহকের স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মিটারের কার্যকারীতা পরীক্ষা এবং পুনরায় প্রকৃত রিডিং যাচাই করে বিল সঠিক পাওয়া যায় যা গ্রাহককে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

জ) সাব-মিটারের বিল সংশোধনের ফলে আবশ্যিকভাবে মেইন মিটারের বিল সংশোধন করা হয়েছে।

ঝ) গত ৩০/০৬/২০২০ অনলাইনে বেলা ১১ ঘটিকায় গুলশান, বারিধারা ও আগারগাঁও বি ও বি বিভাগের এবং বেলা ৩ ঘটিকায় উত্তরা পশ্চিম বি ও বি বিভাগের গ্রাহকগণের সাথে ২টি মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সাধারণ ছুটি কালীন সময়ে ডেসকো কর্তৃক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়ে গ্রাহকগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এছাড়া বিল সংক্রান্ত অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে ডেসকো'র উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

৬) ১১ টি মিটারের ভুল রিডিং নেওয়ার কারণে এবং ০১টি মিটারের রিডিং ভুল এন্ট্রি দেয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের এপ্রিল ও মে '২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক বেশি হয়েছিল। মিটার রিডিং ভুল দেওয়ার এবং একটি ভুল এন্ট্রি দেয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট ০২ জন মিটার রিডার কে চাকুরী হতে অব্যাহতি ও ০৭ জন মিটার রিডার এবং ০১ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর সতর্ক পত্র প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন  
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫  
ওয়েব সাইট: www.berc.org.bd, ই-মেইল:berc2003@gmail.com  
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫০১৩৫১৮

নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.১৮০৭

তারিখ: ১৬ জুলাই ২০২০

বিষয়: নোভেল করোনা ভাইরাসের (COVID-19) প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে প্রণয়নকৃত, দাবিকৃত ও আদায়কৃত অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী সমন্বয় সংক্রান্ত আদেশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নোভেল করোনা ভাইরাসের (COVID-19) প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে প্রণয়নকৃত, দাবিকৃত ও আদায়কৃত অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী সমন্বয় সংক্রান্ত আদেশ (বিইআরসি আদেশ # ২০২০/১২) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে বিইআরসি আদেশ # ২০২০/১২ - ০৩ (তিন) পৃষ্ঠা

ED (Admin)	ED (Legal)	ED (Proc)
ED (F & A)	ED (Opn)	

কমিশনের নির্দেশক্রমে,

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)  
সচিব

ফোন: ০২-৫৫০১ ৪০০৭

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
- ০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
- ০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি), বিদ্যুৎ ভবন (৩য় তলা), ১ নং আব্দুল গণি রোড, ঢাকা -১০০০।
- ০৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো), বাড়ি নং-২২/বি, ফারুক সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
- ০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো), বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা, খুলনা।
- ০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (নেসকো), বিদ্যুৎ ভবন, হেতমখান, রাজশাহী।

নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.১৮০৭

তারিখ: ১৬ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৫। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৬। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিইআরসি, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ০৭। সদস্য (সকল) এর ব্যক্তিগত সহকারী, বিইআরসি, ঢাকা (সদস্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)

সচিব

ফোন: ০২-৫৫০১ ৪০০৭

Office Of The DESCC  
Received No. 2176 Date 21-7-20

Office of the ED (Operation), DESCO  
Received No. 740  
Received By: M.W.  
Date: 21-07-2020





## বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

নোভেল করোনা ভাইরাসের (COVID-19) প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে প্রণয়নকৃত, দাবিকৃত ও আদায়কৃত অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী সমন্বয় সংক্রান্ত আদেশ।

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/১২

তারিখ: ১৬ জুলাই ২০২০।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)

১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

[www.berc.org.bd](http://www.berc.org.bd)

ইউসি

ইউসি

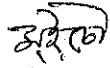
ইউসি

ইউসি

ইউসি

## সূচীপত্র

<u>অনুচ্ছেদ</u>	<u>বিষয়াবলী</u>	<u>পৃষ্ঠা</u>
১	নোভেল করোনা ভাইরাসের (COVID-19) প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রণয়ন, দাবি ও আদায়।	০১
২	কমিশনের আদেশ।	০২





নোভেল করোনা ভাইরাসের (COVID-19) প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে প্রণয়নকৃত, দাবিকৃত ও আদায়কৃত অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী সমন্বয় সংক্রান্ত আদেশ।

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/১২

তারিখ: ১৬ জুলাই ২০২০।

১.০ নোভেল করোনা ভাইরাসের (COVID-19) প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রণয়ন, দাবি ও আদায়:

১.১ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করে কমিশন কর্তৃক সর্বশেষ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বিইআরসি আদেশ # ২০২০/০৪, ২০২০/০৫, ২০২০/০৬, ২০২০/০৭, ২০২০/০৮ এবং ২০২০/০৯ জারী করা হয়। উক্ত আদেশসমূহ মোতাবেক কমিশনের স্মারক নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩, তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর মাধ্যমে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি নির্ধারণ করা হয়। বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল মওকুফ সংক্রান্ত কমিশনের ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখের সম্পূর্ণ আদেশের মাধ্যমে শুধুমাত্র আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল মওকুফ করা হয়।

কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগ এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ হতে দেখা যায় যে, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণজনিত কারণে মার্চ ২০২০ থেকে মে ২০২০ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মার্চ ২০২০ থেকে জুন ২০২০ মাসে প্রকৃত মিটার রিডিং না নিয়ে মিটার রিডিং বহির্ভূত অস্বাভাবিক/অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল প্রণয়ন, প্রদান ও দাবি করা হয়েছে। কোনো কোনো মাসের বিদ্যুৎ বিলে আবাসিক গ্রাহকের (এলটি-এ) বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহারের চেয়ে অধিক দেখানোর ফলে আবাসিক গ্রাহকগণকে (এলটি-এ) উচ্চতর স্ল্যাভে বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে আবাসিক গ্রাহকগণ (এলটি-এ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত প্রাপ্য স্ল্যাভ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রণয়ন ও প্রদান করায় অনাদায়ি বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.২ বর্ণিত প্রেক্ষাপটে যে সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত করে বিল দাবি ও আদায় করা হয়েছে সে সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রকৃত মিটার রিডিং এর ভিত্তিতে বিদ্যুৎ বিল প্রণয়ন ও ইস্যুপূর্বক দাবিকৃত এবং আদায়কৃত অতিরিক্ত বিল সমন্বয় করা প্রয়োজন।



বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/১২

তারিখ: ১৬ জুলাই ২০২০।

২.০ কমিশনের আদেশ:

সার্বিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনাক্রমে কমিশনের আদেশ হলো যে:-

২.১

যে সকল গ্রাহকের নিকট বিল মাস মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ এ মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত করে বিল দাবি ও আদায় করা হয়েছে সে সকল গ্রাহককে চিহ্নিত করে তাদের প্রত্যেকের নিকট দাবিকৃত বা আদায়কৃত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল অবিলম্বে পরবর্তী মাসসমূহের বিদ্যুৎ বিলের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

২.২

বিল মাস মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ এ মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে বিল প্রণয়নের কারণে যে সকল আবাসিক গ্রাহকের (এলটি-এ) ক্ষেত্রে যথাযথ স্ল্যাবের পরিবর্তে উচ্চতর স্ল্যাবে বিল দাবী বা আদায় করা হয়েছে সে সকল গ্রাহকের যথাযথ স্ল্যাবে বিল প্রণয়ন ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

২.৩

গ্রাহকের স্বার্থে সকল গ্রাহকশ্রেণির প্রতিটি গ্রাহককে প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী মাসভিত্তিক বিল প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। কোনো গ্রাহকের ক্ষেত্রেই একাধিক মাসের মিটার রিডিং/বিদ্যুৎ ব্যবহার একত্রিত করে বিল প্রদান করা যাবে না।

২.৪

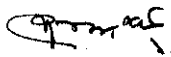
কমিশনের মূল্যহার আদেশ উপেক্ষা করে মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রণয়ন, দাবি ও আদায়ের সাথে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানির জড়িতদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জুলাই ২০২০ মাসের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

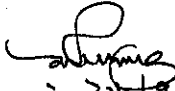
২.৫

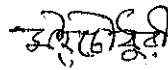
আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মার্শুল (Late-Payment Surcharge) মওকুফ সম্পর্কে ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০২০/১১ অনুসরণীয়।

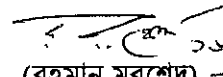
২.৬

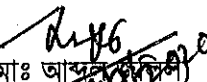
জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

  
১৬/০৭/২০২০  
(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)  
সদস্য (বিদ্যুৎ)

  
১৬/০৭/২০২০  
(মোহাম্মদ আবু ফারুক)  
সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)

  
১৬/০৭/২০২০  
(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)  
সদস্য (গ্যাস)

  
১৬/০৭/২০২০  
(রহমান মুরশেদ)  
সদস্য (পেট্রোলিয়াম ও আইন)

  
১৬/০৭/২০২০  
(মোঃ আব্দুল কাদের)  
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন  
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫  
ওয়েব সাইট: www.berc.org.bd, ই-মেইল:berc2003@gmail.com  
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫০১৩৫১৮।

নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০ (১)-১৭০৯

তারিখ: ১৬ জুলাই ২০২০।

বিষয় : বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলে বিলম্ব-পরিশোধ মার্শল (Late-Payment Surcharge) মওকুফ সংক্রান্ত সম্পূরক আদেশ।

- সূত্র : (১) বিদ্যুৎ বিভাগের পত্র নং: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০২.১৮.২২৭; তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২০।  
(২) বিউবো এর পত্র নং: ২৭.১১.০০০০.১০১.১৪.০০১.২০-২০৭৪; তারিখ: ১২ জুলাই ২০২০।  
(৩) বাপবিবো এর পত্র নং: ২৭.১২.০০০০.১৭৪.০৬.২২৬.২০.১০; তারিখ: ০৮ জুলাই ২০২০।  
(৪) ডিপিডিসি এর পত্র নং: ২৭.৮৭.০০০০.৫১৭.৩১.০০১.২০.৭; তারিখ: ১১ জুলাই ২০২০।  
(৫) ডেসকো এর পত্র নং: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.৩৩.০০৬.২০.৩৬; তারিখ: তারিখ: ০৯ জুলাই ২০২০।  
(৬) ওজোপাডিকো এর পত্র নং: ২৭.২২.৪৭৮৫.০০৪.০৭.০০১.২০.১২২০; তারিখ: ০৮ জুলাই ২০২০।  
(৭) নেসকো এর পত্র নং: ২৭.২৯.০০০০.০০৮.১৫.০১৩.২০.২২৫; তারিখ: ০৮ জুলাই ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলে বিলম্ব-পরিশোধ মার্শল (Late-Payment Surcharge) মওকুফ সংক্রান্ত সম্পূরক আদেশ (বিইআরসি আদেশ # ২০২০/১১) এবং এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

২। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ এর প্রবিধান-১৫ মোতাবেক সংযুক্ত প্রজ্ঞাপনটি ছবছ আকারে প্রয়োজনীয় প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো। এছাড়া, প্রজ্ঞাপনটি অবিলম্বে বিদ্যুতের সকল আবাসিক গ্রাহককে সরবরাহের অনুরোধ জানানো হলো।

- সংযুক্তি: (ক) বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলে বিলম্ব-পরিশোধ মার্শল (Late-Payment Surcharge) মওকুফ সংক্রান্ত সম্পূরক আদেশ - (০৪ পৃষ্ঠা) এবং  
(খ) বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলে বিলম্ব-পরিশোধ মার্শল (Late-Payment Surcharge) মওকুফ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন - (০১ পৃষ্ঠা)।

ED (Admin)	ED (Engn)	ED (Proc)
ED (F&A)	ED (Opn)	

কমিশনের নির্দেশক্রমে,

১৬.৭.২০২০  
মোঃ রফিকুল ইসলাম  
সচিব  
ফোনঃ ০২ ৫৫০১৪০০৭

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  
০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।  
০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি), বিদ্যুৎ ভবন (৩য় তলা), ১ নং আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।  
০৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো), বাড়ি নং-২২/বি, ফারুক সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।  
০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো), বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা, খুলনা।  
০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (নেসকো), বিদ্যুৎ ভবন, হেতমখান, রাজশাহী।

(অপর পাতায় সদয় দ্রষ্টব্য)



## বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন

বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১)  
ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ এর বিদ্যুৎ  
বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল (Late-Payment  
Surcharge) মওকুফ সংক্রান্ত সম্পূরক আদেশ।

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/১১

তারিখ: ১৬ জুলাই ২০২০।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)

১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

[www.berc.org.bd](http://www.berc.org.bd)

স্বাক্ষরিত

## সূচীপত্র

<u>অনুচ্ছেদ</u>	<u>বিষয়বস্তু</u>	<u>পৃষ্ঠা</u>
১	বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল সংক্রান্ত কমিশনের ইতিপূর্বের আদেশ।	০১
২	আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল মওকুফের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের অনুরোধ।	০২
৩	কমিশনের সম্পূর্ণক আদেশ।	০৩

১

২

৩

৪

৫



বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে  
বিল মাস ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলের  
বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল (Late-Payment Surcharge) মওকুফ  
সংক্রান্ত সম্পূরক আদেশ।

বিইআরসি আদেশ # ২০২০/১১

তারিখ: ১৬ জুলাই ২০২০।

নোভেল করোনা ভাইরাসের (COVID-19) সংক্রমণ এড়াতে আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) বিল মাস ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল মওকুফের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ০৮-১২ জুলাই ২০২০ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি থেকে জুন ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল ৩১ জুলাই ২০২০ তারিখ পর্যন্ত মওকুফ সংক্রান্ত সম্পূরক আদেশ।

১.০ বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল সংক্রান্ত কমিশনের ইতিপূর্বের আদেশ:

১.১ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করে ২২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০১১/০৮, ২০১১/০৯, ২০১১/১০, ২০১১/১১ এবং ২০১১/১২ এর মাধ্যমে বিদ্যুতের সকল গ্রাহকশ্রেণির জন্য বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল এককালীন ৫% নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে পাইকারি এবং খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিশনের ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং ২৯ মার্চ ২০১২ তারিখের আদেশ; খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিশনের ১৩ মার্চ ২০১৪, ২৭ আগস্ট ২০১৫, ২৩ নভেম্বর ২০১৭ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের আদেশে সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে উক্ত বিলম্ব-পরিশোধ মাশুলের হার অপরিবর্তিত রাখা হয়।

১.২ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার সংক্রান্ত কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের বিইআরসি আদেশ # ২০২০/০৪, ২০২০/০৫, ২০২০/০৬, ২০২০/০৭, ২০২০/০৮ ও ২০২০/০৯ এবং উক্ত আদেশ মোতাবেক কমিশনের স্মারক নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩, তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর মাধ্যমে জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের অনুষ্টেদ ১ এ নিম্নবর্ণিত আদেশ দেয়া হয়:

“(ক) সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে এককালীন বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল প্রযোজ্য হবে।

(খ) ২২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে জারীকৃত বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল সংক্রান্ত কমিশন আদেশ কার্যকরের পূর্ববর্তী সময়ের অনিষ্পন্ন বকেয়ার ক্ষেত্রে ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে এককালীন বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল বিবেচনা করে বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যাবে।”

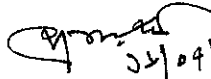


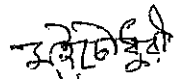


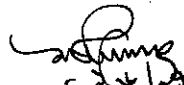
## ৩.০ কমিশনের সম্পূর্ণক আদেশ:

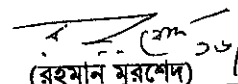
সার্বিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনাক্রমে কমিশনের আদেশ হলো যে:-

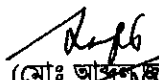
- ৩.১ (i) খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০২০/০৪, ২০২০/০৫, ২০২০/০৬, ২০২০/০৭, ২০২০/০৮ ও ২০২০/০৯ এর পরিশিষ্ট-‘খ’ এর অনুচ্ছেদ ১(ক); (ii) উক্ত আদেশ মোতাবেক জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩, তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর অনুচ্ছেদ ১(ক) এবং (iii) বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মাসুল (Late-Payment Surcharge) মওকুফ সংক্রান্ত ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০২০/১০ এর অনুচ্ছেদ ৩.১ এ উল্লিখিত বিলম্ব-পরিশোধ মাসুল শুধুমাত্র আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিল ৩১ জুলাই ২০২০ এর মধ্যে পরিশোধে (বিলম্ব-পরিশোধ মাসুল) প্রযোজ্য হবে না।
- ৩.২ নোভেল করোনা ভাইরাসের (COVID-19) প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে মিটার রিডিং বহির্ভূতভাবে প্রণয়নকৃত, দাবিকৃত ও আদায়কৃত অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী সমন্বয় সম্পর্কে ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০২০/১২ অনুসরণীয়।
- ৩.৩ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০২০/০৪, ২০২০/০৫, ২০২০/০৬, ২০২০/০৭, ২০২০/০৮ ও ২০২০/০৯ এবং খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩, তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।
- ৩.৪ জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

  
১১/০৭/২০২০  
(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)  
সদস্য (বিদ্যুৎ)

  
১১/০৭/২০২০  
(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)  
সদস্য (গ্যাস)

  
১৬/০৭/২০২০  
(মোহাম্মদ আবু ফারুক)  
সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)

  
১৬/০৭/২০২০  
(রহমান মুরশেদ)  
সদস্য (পেট্রোলিয়াম ও আইন)

  
১৬/০৭/২০২০  
(মোঃ আব্দুল কলাম)  
চেয়ারম্যান



বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন  
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা) ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫  
ই-মেইল: berc2003@gmail.com, ফ্যাক্স: ৫৫০১৩৫১৮  
ওয়েবসাইট: [www.berc.org.bd](http://www.berc.org.bd)

নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.১৮০৫

তারিখ: ০১ শ্রাবণ ১৪২৭।  
১৬ জুলাই ২০২০।

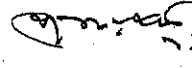
### প্রজ্ঞাপন

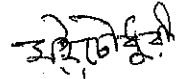
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখে জারীকৃত বিলম্ব-পরিশোধ মাসুল (Late Payment Surcharge) মওকুফ সংক্রান্ত সম্পূর্ণক আদেশের ধারাবাহিকতায় কমিশন নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করছে:

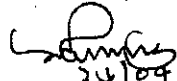
“(i) খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০২০/০৪, ২০২০/০৫, ২০২০/০৬, ২০২০/০৭, ২০২০/০৮ ও ২০২০/০৯ এর পরিশিষ্ট-‘খ’ এর অনুষ্টেদ ১(ক); (ii) উক্ত আদেশ মোতাবেক জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন নং- ২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩, তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর অনুষ্টেদ ১(ক) এবং (iii) বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মাসুল (Late-Payment Surcharge) মওকুফ সংক্রান্ত ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০২০/১০ এর অনুষ্টেদ ৩.১ এ উল্লিখিত বিলম্ব-পরিশোধ মাসুল শুধুমাত্র আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিল ৩১ জুলাই ২০২০ এর মধ্যে পরিশোধে প্রযোজ্য (পরিশোধ মাসুল-বিলম্ব) হবে না।”।

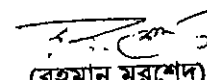
২। খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের (প্রজ্ঞাপন নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩, তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০) অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

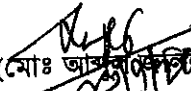
৩। কমিশনের এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

  
(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)  
সদস্য (বিদ্যুৎ)

  
(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)  
সদস্য (গ্যাস)

  
(মোহাম্মদ আবু ফারুক)  
সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)

  
(রহমান মুরশেদ)  
সদস্য (পেট্রোলিয়াম ও আইন)

  
(মোঃ আবু ফারুক)  
চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বিদ্যুৎ বিভাগ  
সমন্বয়-২ অধিশাখা  
ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
[www.powerdivision.gov.bd](http://www.powerdivision.gov.bd)



জরুরি

স্মারক নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০২.১৮-২২৭

তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪২৭

০৬ জুলাই ২০২০

বিষয়: বিদ্যুৎ বিলের সারচার্জ বা বিলম্ব মার্শুল মওকুফ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/ কোম্পানিসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ বিভিন্ন ব্যাংক এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকেন। নোবেল করোনা ভাইরাসের সংক্রামণ এড়াতে সরকার কর্তৃক ২৬ মার্চ ২০২০ হতে ৩০ মে ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। উক্ত ছুটি কালীন সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সীমিত পরিসরে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এর ইতোপূর্বে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল কিছু সংখ্যক গ্রাহক সারচার্জ বা বিলম্ব মার্শুল ব্যতিরেকে পরিশোধ করলেও অধিকাংশ গ্রাহকের বিল বকেয়া রয়ে যায়। ফলে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানিসমূহ থেকে আবাসিক গ্রাহকদের ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল ৩১ জুলাই ২০২০ এর মধ্যে পরিশোধের ক্ষেত্রে সারচার্জ বা বিলম্ব মার্শুল ব্যতিরেকে বিল পরিশোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।

২। বর্ণিতাবস্থায়, পূর্বের ধারাবাহিকতায় শুধুমাত্র আবাসিক বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল ৩১ জুলাই ২০২০ এর মধ্যে পরিশোধের ক্ষেত্রে সারচার্জ বা বিলম্ব মার্শুল ব্যতিরেকে পরিশোধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ জানানো হলো।

ED (Admin)	ED (Engg)	ED (Proc)
ED (F & A)	ED (Opn)	

৭-৭-২০২০

আইরিন পারভীন

উপসচিব

ফোন: ০২-৪৭১২০৩০৮

ইমেইল: [coord-2@pd.gov.bd](mailto:coord-2@pd.gov.bd)

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন  
(বিইআরসি), টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান  
বাজার, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০২.১৮-২২৭/১(১১)

তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪২৭  
০৬ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
- ২) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
- ৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)
- ৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)
- ৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী (নেসকো)
- ৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৮) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
- ৯) মুখ্য সচিব এর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (মুখ্য সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ১০) সচিব এর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ১১) অতিরিক্ত সচিব (সকল) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৭-৭-২০২০

আইরিন পারভীন  
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বিদ্যুৎ বিভাগ  
সমন্বয়-২ অধিশাখা  
ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
www.powerdivision.gov.bd



স্মারক নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০২.১৮-২২৭


তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪২৭  
০৬ জুলাই ২০২০

বিষয়: বিদ্যুৎ বিলের সারচার্জ বা বিলম্ব মার্শুল মওকুফ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিশ্রেফিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানিসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ বিভিন্ন ব্যাংক এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকেন। নোবেল করোনা ভাইরাসের সংক্রামণ এড়াতে সরকার কর্তৃক ২৬ মার্চ ২০২০ হতে ৩০ মে ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। উক্ত ছুটি কালীন সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সীমিত পরিসরে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এর ইতোপূর্বে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল কিছু সংখ্যক গ্রাহক সারচার্জ বা বিলম্ব মার্শুল ব্যতিরেকে পরিশোধ করলেও অধিকাংশ গ্রাহকের বিল বকেয়া রয়ে যায়। ফলে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানিসমূহ থেকে আবাসিক গ্রাহকদের ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল ৩১ জুলাই ২০২০ এর মধ্যে পরিশোধের ক্ষেত্রে সারচার্জ বা বিলম্ব মার্শুল ব্যতিরেকে বিল পরিশোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।

০২। বর্গিতাবস্থায়, পূর্বের ধারাবাহিকতায় শুধুমাত্র আবাসিক বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল ৩১ জুলাই ২০২০ এর মধ্যে পরিশোধের ক্ষেত্রে সারচার্জ বা বিলম্ব মার্শুল ব্যতিরেকে পরিশোধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ জানানো হলো।

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি), টি সি বি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।


  
৭-৭-২০২০  
আইরিন পারভীন  
উপসচিব  
ফোন: ০২-৪৭১২০৩০৮  
ইমেইল: coord-2@pd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০২.১৮-২২৭/১(১১)

তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪২৭  
০৬ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
- ২) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
- ৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)
- ৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)
- ৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মর্দান ইলেক্সিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো)
- ৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৮) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
- ৯) মুখ্য সচিব এর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (মুখ্য সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ১০) সচিব এর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ১১) অতিরিক্ত সচিব (সকল) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

  
৭-৭-২০২০  
আইরিন পারভীন  
উপসচিব



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড  
নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) এর দপ্তর  
২২/বি কবি ফররুখ সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯  
www.desco.org.bd

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.৩৩.০০৫.২০.৩৫

তারিখ: ২১ আষাঢ়, ১৪২৭  
০৫ জুলাই ২০২০

বিষয়: ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিলের সারচার্জ বা বিলম্ব মাসুল মওকুফ প্রসঙ্গে।  
সূত্র: ১। স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০২.১৮-১৮০, তারিখ: ২২/০৩/২০২০ ইং বিদ্যুৎ বিভাগ।  
২। স্মারক নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.১০৬৮, তারিখ: ২৪/০৩/২০২০ ইং বিইআরসি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ ২নং স্মারকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক ২৪ মার্চ ২০২০ এ জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই মর্মে দেশ জারী করা হয় যে, COVID-19 এর কারণে শুধুমাত্র আবাসিক গ্রাহক শ্রেণির (এলটি-এ ও এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলসমূহ পরিশোধে বিলম্ব মাসুল প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু নোডেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) সংক্রমন এড়াতে সরকার কর্তৃক কয়েক দফায় সাধারণ ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে সর্বশেষ ৩০/০৫/২০২০ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৫/২০২০ তারিখ হতে সীমিত পরিসরে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়। অপরদিকে ব্যাংকের কোন কোন শাখা বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ করেনি, ফলে গ্রাহকের ভিড় এড়াতে ও আর্থিক সমস্যার কারণে অনেক আবাসিক গ্রাহকসহ সকল শ্রেণিরই কিছু কিছু গ্রাহক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেননি।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ মাসের আবাসিক বিদ্যুৎ বিলসহ অন্যান্য সকল শ্রেণির গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল বিলম্ব মাসুল ব্যতীত ৩১/০৭/২০২০ তারিখের মধ্যে পরিশোধের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বিইআরসি বরাবর সুপারিশ পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো। একই সাথে ইউটিলিটি সংস্থা কর্তৃক পিডিবি'র বিল বিলম্ব মাসুল ব্যতীত ৩১/০৭/২০২০ তারিখের মধ্যে পরিশোধের ক্ষেত্রেও বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

৫-৭-২০২০  
মোঃ কাওসার আমীর আলী  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সি.টব  
বিদ্যুৎ বিভাগ

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব, সমন্বয় শাখা -২, বিদ্যুৎ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.৩৩.০০৫.২০.৩৫/১(৬)

তারিখ: ২১ আষাঢ়, ১৪২৭  
০৫ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ২) স্টাফ অফিসার, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)

৫-৭-২০২০  
নূর মহম্মদ  
নির্বাহী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড  
নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) এর দপ্তর  
২২/বি কবি ফররুখ সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯  
www.desco.org.bd

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.৩৩.০০৪.২০.৩৪

তারিখ: ২১ আষাঢ়, ১৪২৭  
০৫ জুলাই ২০২০

বিষয়: ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিলের সারচার্জ বা বিলম্ব মাশুল মওকুফ প্রসঙ্গে।  
সূত্র: ১। স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০২.১৮-১৮০, তারিখ: ২২/০৩/২০২০ইং বিদ্যুৎ বিভাগ।  
২। স্মারক নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.১০৬৮, তারিখ: ২৪/০৩/২০২০ইং বিইআরসি।

পর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ ২নং স্মারকের শ্রেণিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক ২৪ মার্চ ২০২০ এ জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই মর্মে আদেশ জারী করা হয় যে, COVID-19 এর কারণে শুধুমাত্র আবাসিক গ্রাহক শ্রেণির (এলটি-এ ও এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলসমূহ পরিশোধে বিলম্ব মাশুল প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু নোভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) সংক্রমন এড়াতে সরকার কর্তৃক কয়েক দফায় সাধারণ ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে সর্বশেষ ৩০/০৫/২০২০ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৫/২০২০ তারিখ হতে সীমিত পরিসরে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়। অপরদিকে ব্যাংকের কোন কোন শাখা বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ করেনি, ফলে গ্রাহকের ভিডি এড়াতে ও আর্থিক সমস্যার কারণে অনেক আবাসিক গ্রাহকসহ সকল শ্রেণিরই কিছু কিছু গ্রাহক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেননি।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ মাসের আবাসিক বিদ্যুৎ বিলসহ অন্যান্য সকল শ্রেণির গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল বিলম্ব মাশুল ব্যতীত ৩১/০৭/২০২০ তারিখের মধ্যে পরিশোধের নিমিত্ত অনুমতি দানের জন্য অনুরোধ জানানো হলো। একই নিয়মে ইউটিলিটি সংস্থা কর্তৃক পিডিবি'র বিল বিলম্ব মাশুল ব্যতীত ৩১/০৭/২০২০ তারিখের মধ্যে বিল পরিশোধের অনুমতি দানের জন্যও অনুরোধ জানানো হলো।

৫-৭-২০২০

মোঃ কাওসার আমীর আলী  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

চয়ারম্যান  
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.৩৩.০০৪.২০.৩৪/১(৮)

তারিখ: ২১ আষাঢ়, ১৪২৭  
০৫ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:  
১) নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)  
২) উপসচিব, সমন্বয় শাখা -২, বিদ্যুৎ বিভাগ  
৩) স্টাফ অফিসার, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)  
৪) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সচিবের দপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগ

৫-৭-২০২০

নূর মহম্মদ  
নির্বাহী পরিচালক

Form No. 24/3

CE (E&W)

11/08/2020

একই তারিখ ও সারকে প্রতিস্থাপিত হবে।  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বিদ্যুৎ বিভাগ  
সমন্বয়-২ অধিশাখা।  
www.powerdivision.gov.bd

একই তারিখ ও সারকে প্রতিস্থাপিত হবে।  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বিদ্যুৎ বিভাগ  
সমন্বয়-২ অধিশাখা।  
www.powerdivision.gov.bd

ED (Opd)

নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০২.১৮-১৮০

০৮ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ  
তারিখঃ  
২২ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিলের সারচার্জ বা বিলম্ব মাসুল মওকুফ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানিসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। গ্রাহকগণ বিভিন্ন ব্যাংক এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকেন। বর্তমানে নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রামণ এড়াতে অনেক গ্রাহকই জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাসা-বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসে অনেক গ্রাহকই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারবেন না মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।

০২। উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সারচার্জ বা বিলম্ব মাসুল ব্যতিরেকে পরিশোধের নিমিত্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বার্ক) কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

০৩। বিষয়টি শুধুমাত্র আবাসিক বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২২/০৩/২০২০  
(আইরিন পারভীন)  
উপসচিব (সম-২)  
ফোনঃ ৪৭১২০৩০৮।  
(coord-2@pd.gov.bd)

চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)  
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)  
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা।
- ০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, বিদ্যুৎ ভবন, আব্দুল গণি রোড, রমনা, ঢাকা।
- ০৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, ২২/বি ফারুক স্মরণী, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
- ০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা, মেইন রোড, খুলনা।
- ০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নদার্ন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, প্রধান কার্যালয়, বিদ্যুৎ ভবন, হেতেম খান, রাজশাহী।
- ০৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
(মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- ০৮। সচিব এর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

Office Of The MD DESCO  
Received No. 15.29. Date. 23/3/2020

Office of the ED (Opere) DESCO  
Received No. 524/2020  
Received By: [Signature]  
Date: 25-03-2020



Note for n/a pl

২২/৩

অতিব জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বিদ্যুৎ বিভাগ  
সমন্বয়-২ অধিশাখা।  
[www.powerdivision.gov.bd](http://www.powerdivision.gov.bd)

০৮ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

তারিখঃ

২২ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০২.১৮-২৮০

বিষয়ঃ ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিলের সারচার্জ বা বিলম্ব মাসুল মওকুফ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানিসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। গ্রাহকগণ বিভিন্ন ব্যাংক এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকেন। বর্তমানে নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রামণ এড়াতে অনেক গ্রাহকই জন্মুরি প্রয়োজন ছাড়া বাসা-বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসে অনেক গ্রাহকই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারবেন না মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।

০২। উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সারচার্জ বা বিলম্ব মাসুল ব্যতিরেকে পরিশোধের নিমিত্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বার্ক) কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

২২/০৩/২০২০  
(আইরিন পারভীন)  
উপসচিব (সম-২)  
ফোনঃ ৪৭১২০৩০৮।  
([coord-2@pd.gov.bd](mailto:coord-2@pd.gov.bd))

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)

১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা।

০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, বিদ্যুৎ ভবন, আব্দুল গণি রোড, রমনা, ঢাকা।

০৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, ২২/বি ফারুক স্মরণী, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জেন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা, মেইন রোড, খুলনা।

০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নদার্ন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, প্রধান কার্যালয়, বিদ্যুৎ ভবন, হেতেম খান, রাজশাহী।

০৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)

০৮। সচিব এর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৯। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

Office of the ED (Operation), DESCO  
Received No: 574  
Received by: [Signature]  
Date: 23-03-2020

Office of the MD DESCO  
Received No: 140  
Date: 23/3/2020

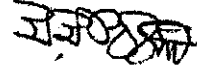


বিদ্যুৎ বিভাগই সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে। বিষয়টি বার্ক-এ পাঠানোর কোন প্রয়োজন নাই।

সভায় বিস্তারিত আলোচনাতে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আবাসিক বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ ফেব্রুয়ারি থেকে মে ২০২০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সারচার্জ বিহীন পরিশোধ করতে পারবেন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



ড. সুলতান আহমেদ  
সচিব

স্মারক নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫৩.০৬.০০১.১৯.৮৯

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭

০৮ জুন ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার

ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) কর্মকর্তা (সকল) বিদ্যুৎ বিভাগ
- ২) মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল
- ৩) চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি), বিদ্যুৎ বিভাগ
- ৪) উপসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা -১, বিদ্যুৎ বিভাগ
- ৫) উপসচিব, সমন্বয় শাখা -২, বিদ্যুৎ বিভাগ
- ৬) অফিস কপি।



মোঃ খায়রুল কবীর মেনন  
যুগ্মসচিব



বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন  
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা) ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫  
ওয়েবসাইট: [www.berc.org.bd](http://www.berc.org.bd)

নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.১০৬৮

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ  
২৪ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

### প্রজ্ঞাপন

বর্তমানে নোভেল করোনা ভাইরাসের (COVID-19) সংক্রমণ এড়াতে অধিকাংশ বিদ্যুৎ গ্রাহক জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাসা-বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসে অনেক গ্রাহকই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারবেন না মর্মে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ হতে জানানো হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র আবাসিক গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল সারচার্জ বা বিলম্ব মার্শুল ব্যতিরেকে পরিশোধের নিমিত্ত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ কর্তৃক কমিশন বরাবর যথাক্রমে অনুরোধ এবং আবেদন জানানো হয়েছে।

২। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার সংক্রান্ত কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের আদেশসমূহ মোতাবেক কমিশনের স্মারক নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩; তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর মাধ্যমে জারিকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ১(ক) এ উল্লিখিত বিলম্ব-পরিশোধ মার্শুল (Late Payment Surcharge) শুধুমাত্র আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলসমূহ পরিশোধে প্রযোজ্য (বিলম্ব-পরিশোধ মার্শুল) হবে না।

৩। খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। কমিশনের এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কমিশনের আদেশক্রমে,

২৪.৩.২০২০  
মো: রফিকুল ইসলাম  
সচিব  
ফোন: ৯১৪ ০১২৫



## বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি,  
মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ  
মাশুল (Late-Payment Surcharge) মওকুফ  
সংক্রান্ত সম্পূরক আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/১০

তারিখ: ২৪ মার্চ ২০২০

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)

১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

[www.berc.org.bd](http://www.berc.org.bd)



## সূচীপত্র

<u>অনুচ্ছেদ</u>	<u>বিষয়বস্তু</u>	<u>পৃষ্ঠা</u>
১	বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধে মাসুল সংক্রান্ত কমিশনের আদেশ	০১
২	আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে সারচার্জ মওকুফের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের অনুরোধ	০১
৩	কমিশনের সম্পূর্ণ আদেশ	০২



বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০  
এর বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মার্শুল (Late-Payment Surcharge)

মওকুফ সংক্রান্ত সম্পূরক আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/১০

তারিখ: ২৪ মার্চ ২০২০

দেশে নোভেল করোনা ভাইরাসের (COVID-19) সংক্রমণ এড়াতে আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিলম্ব-পরিশোধ মার্শুল মওকুফের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের ২৩-২৪ মার্চ ২০২০ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মার্শুল মওকুফ সংক্রান্ত সম্পূরক আদেশ।

১.০ বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মার্শুল সংক্রান্ত কমিশনের আদেশ

১.১ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করে ২২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০১১/০৮, ২০১১/০৯, ২০১১/১০, ২০১১/১১ এবং ২০১১/১২ এর মাধ্যমে বিদ্যুতের সকল গ্রাহকশ্রেণির জন্য বিলম্ব-পরিশোধ মার্শুল এককালীন ৫% নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে পাইকারি এবং খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিশনের ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং ২৯ মার্চ ২০১২ তারিখের আদেশ; খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিশনের ১৩ মার্চ ২০১৪, ২৭ আগস্ট ২০১৫, ২৩ নভেম্বর ২০১৭ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের আদেশে সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে উক্ত বিলম্ব-পরিশোধ মার্শুলের হার অপরিবর্তিত রাখা হয়।

১.২ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার সংক্রান্ত কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের বিইআরসি আদেশ # ২০২০/০৪, ২০২০/০৫, ২০২০/০৬, ২০২০/০৭, ২০২০/০৮ ও ২০২০/০৯ এবং উক্ত আদেশ মোতাবেক কমিশনের স্মারক নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩; তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর মাধ্যমে জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের অনুল্লেখ ১ এ নিম্নোক্ত আদেশ দেয়া হয়:

“(ক) সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে এককালীন বিলম্ব-পরিশোধ মার্শুল প্রযোজ্য হবে।

(খ) ২২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে জারীকৃত বিলম্ব-পরিশোধ মার্শুল সংক্রান্ত কমিশন আদেশ কার্যকরের পূর্ববর্তী সময়ের অনিষ্পন্ন বকেয়ার ক্ষেত্রে ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে এককালীন বিলম্ব-পরিশোধ মার্শুল বিবেচনা করে বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যাবে।”

২.০ আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে সারচার্জ মওকুফের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের অনুরোধ

২.১ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের ২২ মার্চ ২০২০ তারিখের স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০২.১৮-১৮০ এ উল্লেখ করা হয় যে, বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ বিভিন্ন ব্যাংক এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করে থাকে।



নোভেল করোনা ভাইরাসের (COVID-19) সংক্রমণ এড়াতে অনেক গ্রাহকই জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাসা-বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ মাসে অনেক গ্রাহকই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারবেন না স্মর্মে প্রতীয়মান হয়। উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের পত্রে শুধুমাত্র আবাসিক গ্রাহকের ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সারচার্জ বা বিলম্ব মাসুল ব্যতিরেকে বিল পরিশোধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়।

২.২ এছাড়াও বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানীসমূহ ২৩-২৪ মার্চ ২০২০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আবাসিক গ্রাহকের ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ মাস সমূহের বিদ্যুৎ বিল সারচার্জ বা বিলম্ব মাসুল ব্যতিরেকে পরিশোধের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন জানায়।

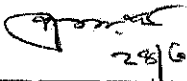
**৩.০ কমিশনের সম্পূর্ণ আদেশ**

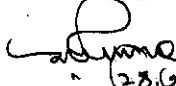
সার্বিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনাক্রমে কমিশনের আদেশ হলো যে:-

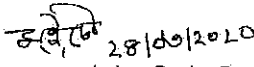
৩.১ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০২০/০৪, ২০২০/০৫, ২০২০/০৬, ২০২০/০৭, ২০২০/০৮ ও ২০২০/০৯ এর পরিশিষ্ট-‘খ’ এর অনুষ্ট ১ (ক) এবং উক্ত আদেশ মোতাবেক জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩; তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর অনুষ্ট ১ (ক)-এ উল্লিখিত বিলম্ব-পরিশোধ মাসুল (Late-Payment Surcharge) শুধুমাত্র আবাসিক গ্রাহকগণের (এলটি-এ এবং এমটি-১) ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ এর বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে প্রযোজ্য (বিলম্ব-পরিশোধ মাসুল) হবে না।

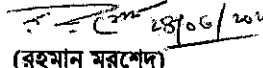
৩.২ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০২০/০৪, ২০২০/০৫, ২০২০/০৬, ২০২০/০৭, ২০২০/০৮ ও ২০২০/০৯ এবং খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ২০২০, এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩; তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।


৩.৩ জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

  
২৪/৩/২০  
(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)  
সদস্য (বিদ্যুৎ)

  
২৪.৩.২০  
(মোহাম্মদ আবু ফারুক)  
সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)

  
২৪/০৩/২০২০  
(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)  
সদস্য (গ্যাস)

  
২৪/০৩/২০২০  
(রহমান মুরশেদ)  
সদস্য (পেট্রোলিয়াম ও আইন)

  
২৪/০৩/২০২০  
(মোঃ আব্দুল জলিল)  
চেয়ারম্যান



Note for ma pl

২২/৩

অতিব জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বিদ্যুৎ বিভাগ  
সমন্বয়-২ অধিশাখা।  
[www.powerdivision.gov.bd](http://www.powerdivision.gov.bd)

০৮ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

তারিখঃ

২২ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০২.১৮-২৮০

বিষয়ঃ ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিলের সারচার্জ বা বিলম্ব মাশুল মওকুফ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানিসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। গ্রাহকগণ বিভিন্ন ব্যাংক এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকেন। বর্তমানে নোডেল করোনা ডাইরাসের সংক্রামণ এড়াতে অনেক গ্রাহকই জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাসা-বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসে অনেক গ্রাহকই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারবেন না মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।

০২। উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সারচার্জ বা বিলম্ব মাশুল ব্যতিরেকে পরিশোধের নিমিত্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বার্ক) কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

২  
২২/০৩/২০২০  
(আইরিন পারভীন)  
উপসচিব (সম-২)  
ফোনঃ ৪৭১২০৩০৮।  
[coord-2@pd.gov.bd](mailto:coord-2@pd.gov.bd)

চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)  
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)  
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা।
- ০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, বিদ্যুৎ ভবন, আব্দুল গণি রোড, রমনা, ঢাকা।
- ০৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, ২২/বি ফারুক স্মরণী, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২১৯।
- ০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, বিদ্যুৎ ভবন, বররা, মেইন রোড, খুলনা।
- ০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নদার্ন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, প্রধান কার্যালয়, বিদ্যুৎ ভবন, হেতেম খান, রাজশাহী।
- ০৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
(মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- ০৮। সচিব এর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ০৯। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা বিদ্যুৎ বিভাগ/অতিরিক্ত সচিব মাতাঙ্গায়াব সদয় অবগতির জন্য।

Office of the ED (Operation), DESCO  
Received No. 574  
Received by [Signature]  
Date: 23-03-2020

Office of The MD DESCO  
Received No. 1401  
Date: 22/3/2020